প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩২ ❖ ১০ - ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

পবিত্র ক্রুশের মাহাত্ম্য ও চেতনা

Catholic Bishops' Conference of Bangladesh

এফএবিসি'র দর্শন, প্রেরণকাজ, কাঠামো ও প্লেনারী এসেম্বলী

এশিয়ার জনগণ হিসাবে একসাথে যাত্রা করা

অরুণ ফ্রান্সিস রোজারিও 50 ফিলোমিনা রোজারিও

Wedding Anniversary

মন বলে, "তুমি রয়েছ যে কাছে" আঁখি বলে, "কত দূরে"

আজ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ। আমাদের বিবাহের সুবর্ণ জয়ন্তী। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এই দিনে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের দুটি হৃদয় একত্রিত হয়েছিল পবিত্র বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে। তারপর ৫০টি বৎসর পেরিয়ে গেল চোখের পলকে। ৪২ বছর একসাথে তোমার জীবনসঙ্গী হয়ে পথচলার পর আমাদের এই সুখ-দুঃখ, হাসি- কান্না, আনন্দ-বেদনার মহাকাব্যের অবসান হয়েছিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ করে কিছু না বলে ঈশ্বরের কাছে তোমার চলে যাবার মাধ্যমে। আমাদের বিবাহের ২৫ বছর পূর্তিতে তুমি কথা দিয়েছিলে সুবর্ণ জয়ন্তী খুব ধুমধামের মাধ্যমে পালন করবে। কিন্তু আমাদের সেই স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল। আজ অনেক আনন্দের একটি দিন। কিন্তু তুমি না থাকার কষ্ট প্রতিনিয়ত বুকের ভিতর থেকে যেন দীর্ঘশ্বাস হয়ে বের হচ্ছে। তোমার শূণ্যতা কোনো কিছু দিয়ে পূরণ হবার নয়। আজ এই পবিত্র দিনে অশ্রুসিক্ত নয়নে তোমার প্রতি জানাই আমার অনেক ভালোবাসা ও আমাদের বিবাহের সুবর্ণ জয়ন্তীর অনেক শুভেচ্ছা। ওপারে ভালো থেকো তুমি এবং আমাকে আশীর্বাদ করো আমি যেন পরজগতে স্বর্গে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

ফিলোমিনা রোজারিও

পরিবারের পক্ষে,
ছেলে - উজ্জ্বল, সজল, প্রাঞ্জল । ছেলে বউ - পুষ্প, নাবিলা । মেয়ে - সুমি
মেয়ে জামাই - রকি । নাতি - গ্রেইস । নাতনি - অহনা ও আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন।

বিপ্র/২৭৩/২৩

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৩২
১০ - ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২৬ ভাদ্র - ১ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

এফএবিসি ও সিবিসিবি এর একসাথে পথচলা

১৮ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাস্থ সিবিসিবি সেন্টারে সারাদিনব্যাপী এক সেমিনার হয়, যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: ‘এফএবিসি ও বাংলাদেশ মণ্ডলী: একত্রে পথচলা।’ সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল এফএবিসি’র ভিশন, মিশন, কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দান এবং এফএবিসি’র সঙ্গে বাংলাদেশ মণ্ডলীর একসাথে পথচলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ তুলে ধরা। আর এর ফলশ্রুতি হিসেবে আগামী দিনের বাস্তবতায় এফএবিসি ও বাংলাদেশ মণ্ডলীর একসাথে পথ চলার এক নতুন পথের সন্ধান করা। বিভিন্নজনের তথ্যমতে, তারা সিবিসিবি সম্পর্কে কিছুটা জানলেও এফএবিসি ও তাদের কার্যক্রমে সম্পর্কে খুব একটা জানেন না। এমনিতর পরিস্থিতিতে সিবিসিবি’র আয়োজনে উক্ত সেমিনারটি সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় এবং পরবর্তীতে চলমান রাখার দাবিও রাখে। যাতে করে আরো অনেকে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে পারে।

“Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)" এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো এফএবিসি। তাই এটি হলো এশিয়ার বিশপদের সম্মিলনীগুলোর একটি ফেডারেশন বা সংঘ। এর উৎপত্তির বীজ দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা চলাকালীন সময়ে, যে সময়ে এশিয়ার বিশপগণ অনেকটা সময় একসাথে থেকে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়, বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। সে সময়ে তারা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মণ্ডলীগুলোর জন্য এমন একটি স্থায়ী কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন যেখানে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারবেন। এই চিন্তা থেকেই এফএবিসি গঠনের স্বপ্ন জেগে ওঠে। পরবর্তীতে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পোপ ৬ষ্ঠ পলের ফিলিপাইনের ম্যানিলাতে আগমন উপলক্ষে এশিয়ার ১৮০জন বিশপ প্রথমবারের মতো একসাথে মিলিত হয়েছিলেন। পোপ মহোদয়ের উপস্থিতি ও দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়ার বিশপগণের অন্তরে লালিত ফেডারেশন গঠনের স্বপ্নটি আরও দৃঢ় হয় এবং এফএবিসি’র ভিত্তি স্থাপিত হয়। তবে এফএবিসি গঠনে প্রতিকূলতা ও বাঁধাও এসেছে। রোমান কুরিয়া এটি গঠনে সম্মতিদানে সময়ক্ষেপণ করে। অতঃপর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে এফএবিসি’র খসড়া দলিলটি পোপ ৬ষ্ঠ পলের সাময়িক অনুমোদন লাভ করে এবং যা পরবর্তীতে স্থায়ী অনুমোদন পায়। তবে এফএবিসি’র যাত্রা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই। এশিয়ার বিশপ সম্মিলনীগুলোর সংঘ এফএবিসি’র মূল শক্তি মিলন, একতা ও সংহতি। বর্তমানে এশিয়ার মোট ১৪টি বিশপ সম্মিলনী এফএবিসি’র পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেছে আর ১০টি দেশ সহযোগী সদস্যপদ লাভ করেছে।

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী এফএবিসি’র পূর্ণ সদস্য। Catholic Bishops' Conference of Bangladesh (CBCB) বা সিবিসিবি’র সূচনা দেশের স্বাধীনতার সাথেই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। এফএবিসি’র মতই সিবিসিবি’র সামর্থ হলো ঐক্য, মিলন ও সংহতিতে। দেশীয় পর্যায়ে সিবিসিবি চেষ্টা করছে একতা , সংলাপ ও মিলনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। যদিও তাতে সফলতা দৃশ্যমান নয় কিন্তু চেষ্টা অব্যাহত। এশিয়া মহাদেশের বৈচিত্র্যের লীলাভূমিতে একতা, মিলন ও ভ্রাতৃত্বের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এফএবিসি’র ভূমিকা অতুলনীয়। স্থানীয় মণ্ডলীর স্বপ্ন দেখতে ও তা বাস্তবায়ন করতে এবং এশিয় মণ্ডলী হয়ে উঠতে এফএবিসি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। নতুন ভাবধারায় মণ্ডলী হওয়া এবং মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সহায়তা দানে, মৌলিক খ্রিস্টীয় সমাজ গঠনে এবং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হওয়ার অগ্রযাত্রায় এফএবিসি অগ্রপথিক। ত্রিবিধ সংলাপ নিয়ে গভীর ধ্যান ও অনুশীলন করতে, এশিয়ার বাস্তবতা ধ্যান করে এশিয় ঐশতত্ত্ব বৃদ্ধি এবং এশিয় ঐশতত্ত্বের পদ্ধতি সৃষ্টিতে এফএবিসি বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিভিন্ন গবেষণালব্ধ বাস্তবধর্মী লেখা ও প্রকাশনার মধ্য দিয়ে এফএবিসি এশিয় মণ্ডলীর মানুষের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, মন-মানসিকতাকে আলোকিত করেছে এবং জ্ঞান ভাণ্ডারকেকে সমৃদ্ধ করেছে। এভাবে বহুমুখী অবদান রেখে এফএবিসি শুধুমাত্র এশিয় মণ্ডলীর সাথেই নয়, বরং স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে বিশ্বজনীন মণ্ডলীর যোগাযোগ স্থাপনে এফএবিসি একটি আদর্শ স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ মণ্ডলী এফএবিসি’র পূর্ণ সদস্য বিধায় তাতে আরো সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। তাই বাংলাদেশ মণ্ডলীর যাজক, ব্রতধারী/ধারিণী ও খ্রিস্টভক্তগণ এফএবিসি সম্পর্কে জানবে এবং এফএবিসি প্রকাশিত লেখাসমূহ পাঠ করে জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করবে। একইসাথে নিজেদের মেধা ও জ্ঞান দিয়ে স্থানীয় ও এশিয় মণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করবে। ✝

কেননা যেখানে দু’তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি। - মথি ১৮:২০

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

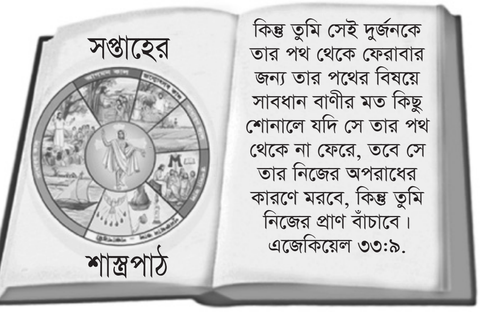

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১০ - ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১০ সেপ্টেম্বর, রবিবার

এজে ৩৩: ৭-৯, সাম ৯৪: ১-২, ৬-৯, রোম ১৩: ৮-১০, মথি ১৮: ১৫-২০

১১ সেপ্টেম্বর, সোমবার

কল ১: ২৪--- ২: ৩, সাম ৬২: ৫-৬, ৮, লুক ৬: ৬-১১

১২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

মারীয়ার পরম পবিত্র নাম

কল ২: ৬-১৫, সাম ১৪৫: ১-২, ৮-১১, লুক ৬: ১২-১৯

সাধু-সাধ্বীদের বাণীবিতান থেকে:

গালা ৪: ৪-৭ (অথবা এফে ১: ৩-৬), সাম লুক ১: ৪৬-৫৫, লুক ১: ৩৯-৪৭

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

১৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার

কল ৩: ১-১১, সাম ১৪৪: ২-৩, ১০-১৩কখ, লুক ৬: ২০-২৬

১৪ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার

পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব, *পর্ব*

গণনা ২১: ৪খ-৯ (বিকল্প ফিলি ২: ৬-১১), সাম ৭৮: ১-২, ৩৪-৩৮, যোহন ৩: ১৩-১৭

১৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

হিব্রু ৫: ৭-৯, সাম ৩১: ১-৫, ১৪-১৫, ১৯, যোহন ১৯: ২৫-২৭ (বিকল্প লুক ২: ৩৩-৩৫)

১৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার

সাধু কর্ণেলিউস, পোপ, এবং **সাধু সিপ্রিয়ান**, বিশপ, ধর্মশহীদগণ, *স্মরণদিবস*

১ তিম ১: ১৫-১৭, সাম ১১২: ১-৭, লুক ৬: ৪৩-৪৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১০ সেপ্টেম্বর, রবিবার

+ ১৯২৬ সিস্টার এম. এ্যান আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৪২ সিস্টার এম. আগস্টিন অব যীজাস আরএনডিএম (ঢাকা)

১১ সেপ্টেম্বর, সোমবার

+ ১৯৯১ ফাদার আন্তোনীয় বনোলো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সিস্টার এম. যোয়ান অফ আর্ক স্পেইটস সিএসসি
+ ২০২০ ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম সিএসসি (ঢাকা)

১২ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার

+ ১৯৬০ ফাদার গডফ্রে ক্লেমেন্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার

+ ১৯৩৮ ফাদার ফ্রান্সিস বোয়ের্স সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ফাদার ফ্রান্সিস বার্টন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী ফিলেচিতা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

১৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার

+ ২০০৬ সিস্টার মারীসেলিন এসএমআরএ (ঢাকা)

১৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার

+ ১৯৪৩ সিস্টার এম. ডোসিথী আরএনডিএম
+ ১৯৯২ ব্রাদার প্যাট্রিক লুইস ডি'কস্তা সিএসসি (ঢাকা)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

১৫৮৮: ডিকনগণ "বিশপ ও তার যাজক-সংঘের সাথে সংযুক্ত হয়ে উপাসনা-অনুষ্ঠান, মঙ্গলবাণী ও নানাবিধ দয়ার কাজে সেবাদানের উদ্দেশ্যে সংস্কারীয় অনুগ্রহের শক্তি লাভ ক'রে ঐশ-জনগণের সেবায় নিয়োজিত"।

১৫৮৯: যাজকীয় অনুগ্রহ ও দায়িত্বের মাহাত্ম্যের সামনে, পুণ্য আচার্যগণ, যাঁর সংস্কার তাদেরকে সেবাকর্মী করেছে তাঁরই সাদৃশ্যে তাদের গোটা জীবন রূপান্তরিত করার জন্য মন-পরিবর্তনের একটি জরুরী আহ্বান অনুভব করেন। তাই নাজিয়াঞ্জেনের সাধু গ্রেগরি অতি যুববয়সের পুরোহিত হিসেবে বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন :

অন্যদের পরিশুদ্ধ করার আগে প্রথমে আমাদের নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে হবে; শিক্ষা দেবার আগে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, আলো দেওয়ার আগে আলো হতে হবে, অন্যকে ঈশ্বরের কাছে আনতে হলে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে আনতে হবে, পবিত্র করতে হলে পবিত্র হতে হবে, হাত ধরে নিয়ে চল আর পরামর্শদানে সতর্ক হও। আমি জানি আমরা কার সেবাকর্মী, কোথায় নিজেদের পাই আর কোথায় যেতে চেষ্টা করি। আমি জানি ঈশ্বরের মহানুভবতা ও মানুষের দুর্বলতা, কিন্তু তার সম্ভাবনা- শক্তিও। তাহলে যাজক কে? তিনি সত্যের রক্ষক, যিনি স্বর্গদূতদের পাশে দণ্ডায়মান, মহাদূতগণের সঙ্গে বন্দনা করেন, স্বর্গীয় বেদীতে নৈবেদ্য তুলে ধরেন, খ্রীষ্টের যাজকত্বের সহভাগী তিনি, সৃষ্টিকে নতুন করেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তা পুনরুদ্ধার করেন, উর্ধ্বলোকের জন্য তা পুনরায় সৃষ্টি করেন, এমন কি আরও মহত্তর কিছু - নিজে ঐশিক ও অপরকে ঐশিক করেন।

এবং কুরে দ্য আরস্ বলেন: "যাজক পৃথিবীতে মুক্তির কাজ অব্যাহত রাখেন.... আমরা যদি সত্যিই জগতের যাজককে বুঝতে পারি, তাহলে আমরা আতঙ্কে নয়, ভালবাসায় মরব... । যাজকত্ব হল যীশুর হৃদয়ের ভালবাসা"

সারসংক্ষেপ

১৫৯০: সাধু পল তার শিষ্য তিমথিকে বলেন, "... আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহদান তোমার অন্তরে আছে, তা উদ্দীপ্ত করে তোল; (২তিমথি ১:৬) এবং "যদি কেউ ধর্মাধ্যক্ষ হতে চায়, সে সত্যিই মহান একটা কর্মদায়িত্ব বাসনা করছে।" (১তিমথি ৩:১)। তীতকে তিনি বলেন, "আমি তোমাকে এই কারণেই ক্রীট দ্বীপে রেখে এসেছি, যেন যা-কিছু বাকী রয়েছে, তুমি তার সুব্যবস্থা করতে পার এবং প্রতিটি শহরে প্রবীণবর্গ নিযুক্ত কর" (তীত ১:৫)॥

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

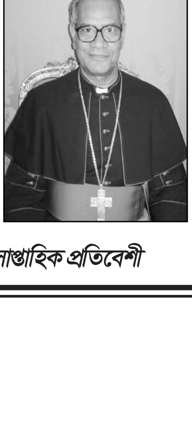

১২ সেপ্টেম্বর, পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ (অবসরপ্রাপ্ত) কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি-এর বিশপীয় পদাভিষেক বার্ষিকী। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। *- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

ফাদার ভিনসেন্ট মণ্ডল

সাধারণকালের ২৪শ সপ্তাহ

১ম শাস্ত্র পাঠ: সিরাক ২৭:৩০-২৮:৭ পদ

২য় শাস্ত্র পাঠ: রোমীয় ১৪: ৭-৯ পদ

মঙ্গলসমাচার: মথি ১৮:২১-৩৫ পদ

ক্ষমা

কলকাতার সাধ্বী তেরেজা একদিন সূর্যের প্রখর তাপের মধ্যে রাস্তায় হাঁটছিলেন। তার ছেলে-মেয়েদের জন্য ঘরে কোন খাবার নেই। সেখানে কাছেই একটা দোকান ছিল। তিনি সেই দোকানে গেলেন এবং দোকানদারের কাছে হাত পেতে বললেন যে, তিনি যেন তার অসহায় ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু সাহায্য করেন। অন্যথায় তার ছেলে-মেয়েরা অনাহারে মারা যাবে। নির্দয় দোকানদার সাধ্বী তেরেজার হাতে থুতু দিলেন এবং সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। সাধ্বী তেরেজা নম্রভাবে তার শাড়িতে থুতু মুছে দোকানদারের দিকে তার আর এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে নীচু গলায় বললেন, “আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি এখন আমার সন্তানদের জন্য কিছু করেন। দোকানদার সাধ্বী তেরেজার বিনম্র ব্যবহারে অবাক হলেন এবং বাকরুদ্ধ হ’য়ে গেলেন। তিনি সাধ্বী তেরেজার কাছে ক্ষমা চাইলেন। এই ঘটনায় দোকানদারের চোখ খুলে গেল। তিনি ছেলে-মেয়েদের জন্য তার যথাসাধ্য সাহায্য করতে শুরু করলেন। সাধ্বী তেরেজা দেখিয়েছেন যে, ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে কিভাবে শত্রুকে বন্ধু করা যায়।

আজ সাধারণকালের চব্বিশতম রবিবার। গত সপ্তাহে মণ্ডলী আমাদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সংলাপ এবং পারস্পরিক ভালোবাসার মাধ্যমে পুনর্মিলনের গুরুত্বের কথা মনে ক’রে দিয়েছেন। আজ মণ্ডলী আমাদের ‘ক্ষমা’র বিষয় সচেতন করছেন যা পুনর্মিলনের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকের প্রথম পাঠ ও মঙ্গলসমাচারের প্রধান শিক্ষা হ’ল ‘ক্ষমা’। একটি জনপ্রিয় প্রবাদ আছে যে, “ভুল করা মানবিক আর ক্ষমা করা স্বর্গীয়।” অর্থাৎ যে ভুল করে সে মানবিক কাজ করে। এর কারণ হ’ল মানুষ হিসাবে ভুল করা মানুষের জন্য খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিকে যিনি ক্ষমা করেন তিনি ঐশ্বরিক কাজ করেন। এর কারণ হ’ল ক্ষমা করা ঈশ্বরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ এবং এটা তাঁর প্রকৃতি বা স্বভাব। যারা ক্ষমা করে তারা ঈশ্বরের এই প্রকৃতি বা স্বভাবের অংশি হ’য়ে ওঠে। “তিনি করুণাময়, প্রেম এবং তিনি ক্ষমা করেন” সামসঙ্গীত ১০৩।

আজকের প্রথম পাঠ আমাদেরকে ক্ষমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। প্রথমত: আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই অন্যদের ক্ষমা করতে হবে। দ্বিতীয়ত: আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা সকলে পাপী তাই আমাদের ঈশ্বরের ক্ষমার প্রয়োজন। সুতরাং, আমাদের পাপের ক্ষমা পাওয়ার জন্য প্রথমে অন্যদের ক্ষমা করতে হবে। প্রথম পাঠে সিরাক আমাদের আহ্বান করেন, “আপনার প্রতিবেশি যে আপনাকে আঘাত করে তাকে ক্ষমা করুন তা’হলে আপনি যখন প্রার্থনা করেন তখন আপনার পাপ ক্ষমা করা হবে।” আর ক্ষমা করার মধ্যদিয়ে আমরা অন্যকে মুক্ত করি এবং নিজেকেও মুক্ত করি ও সুস্থ হয়ে উঠি।

মঙ্গলসমাচারে খ্রিস্ট ‘ক্ষমা’কে একটি ভিন্ন ও ব্যবহারিক পর্যায় নিয়ে যান যা সাধু পিতর ও যিশুর কথোপকথনের মধ্যে প্রকাশ পায়। সাধু পিতর যিশুকে একটি তাত্বিক প্রশ্ন করেছিলেন: “প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি বার বার অন্যায় করলে তাকে আমায় কতবার ক্ষমা করতে হবে? সাত সাতবার?” যিশু তাকে সবচেয়ে ব্যবহারিক উপায়ে উত্তর দিয়েছিলেন: “আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার।” যিশুর উত্তর আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, খ্রিস্টীয় ‘ক্ষমা’র কোন সীমা রেখা নেই, অসীম। আমাদের অবশ্যই সকলকে সর্বদা এবং চিরকালের জন্য ক্ষমা করতে হবে। যতবার প্রয়োজন, ততবারই।

এই ক্ষমার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য যিশু স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে একটি উপমা তুলে ধরেন। যেখানে একজন কর্মচারীর কোটি কোটি টাকার ঋণ ছিল। অর্থাৎ এমনই ঋণ, যা শোধ করা তার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়। তার একমাত্র গতি মনিবের দয়া পাওয়া। এই উপমা-কাহিনীর বক্তব্য সুস্পষ্ট: ভগবানের প্রতি আমাদের সকলেরই যে-ঋণ, তা সব দিক দিয়েই পরিশোধের অতীত। যে মনে প্রাণে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে ক্ষমা পাবেই। তবে ক্ষমা লাভের একটি শর্ত আছে: ভাই-মানুষের সমস্ত অন্যায় তাকেও ক্ষমা করতে হবে। আমাদের কাছে ভাই-মানুষের ঋণ যতই হোক, ভগবানের কাছে আমাদের নিজেদের ঋণের তুলনায় তা অতি সামান্য।

এই দুষ্ট কর্মচারীর সকল ‘ঋণ’ ক্ষমা করা হয়েছিল কিন্তু তিনি তার প্রতিবেশির সামান্য ঋণও ক্ষমা করতে পারেননি। তাকে মুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু সে তার প্রতিবেশিকে জেলে বন্দী করেছিলেন। এই উপমার শিক্ষা হ’ল, আমাদের অবশ্যই অন্যদের সাথে করুণাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই ক্ষমা করতে হবে কারণ ঈশ্বর আমাদের সর্বদা ক্ষমা করেন।

যিশু আমাদের সব ‘ক্ষমা’ করতে বলেন এবং চিরতরের জন্য অর্থ এই নয় যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি কিন্তু আমরা আলাদাভাবে থাকব বা আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি কিন্তু আমি তোমাকে আমার জীবনে আর দেখতে চাই না বা আমি তোমাকে ক্ষমা করব কিন্তু ভুলব না। বরং এর অর্থ অনেক গভীর। এর অর্থ ঐক্য পুনরুদ্ধার, একে অন্যকে আগের মত বিশ্বাস করা, কোন দাগ না রেখে ক্ষত নিরাময় হওয়া।

যিনি ক্ষমা করেন তিনি যিশুর মতো কাজ করেন। আমাদের ভাইদের ‘ক্ষমা’ করার জন্য তিনি হলেন আমাদের আদর্শ, শক্তি এবং অনুপ্রেরণা। তিনি মৃত্যুর পূর্বেও তার শত্রুদের ‘ক্ষমা’ ক’রে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিভাবে আমারা আমাদের ভাই-বোনদের ক্ষমা করব। আসুন, আমরা প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করি, যেন শত কষ্টের মধ্যেও আমরা আমাদের ভাই-বোনদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকি এবং সুস্থ-সবল ও শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারি॥৯

এফএবিসি'র দর্শন, প্রেরণকাজ, কাঠামো ও প্লেনারী এসেম্বলী

বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও

(Vision, Mission, Structure and Plenary Assemblies of FABC)

১। এফএবিসি সম্পর্কে একটু ধারণা: এশিয়ার রোমান কাথলিক বিশপদের এবং পুণ্যপিতা পোপ ষষ্ঠ পলের নেতৃত্বে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ম্যানিলাতে এই এফএবিসি এর জন্ম হয়। এটি দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার বিশপ সম্মিলনীসমূহের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংঘ/জোট। এফএবিসি এর উদ্দেশ্যই হলো এশিয়ার খ্রিস্টমণ্ডলী ও সমাজের কল্যাণের জন্য এর সদস্যদের মধ্যে সংহতি ও সহ-দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করা এবং বৃহত্তর ভালো'র জন্য যা কিছু সেগুলোকে বৃদ্ধি ও রক্ষা করা (Art ১)। "এফএবিসি সমগ্র এশিয়ার খ্রিস্টান সমাজের মধ্যে পালকীয় উদ্বেগ ও সংহতির অনুভূতি দ্রুততর করার জন্য এবং মণ্ডলীর সকলের হৃদয়ে মিলন সমাজের ধারণাটিকে নিয়ে আসার জন্য একটি ফলপ্রসূ হাতিয়ার"- কার্ডিনাল লুর্দেস্বামী. # ২, ১৯৭৮। মণ্ডলীর প্রেরণকার্যে একসাথে অনুসন্ধান করতে, একত্রে কাজ করতে এবং সমষ্টিগতভাবে দায়িত্ব বহন করতে বিশপদের সুযোগ করে দেয় - ফেলিক্স *উইলফ্রেড #৫, ১৯৯৫*। এফএবিসি আমাদের জন্য এশিয় চিন্তাধারা ও এশিয়ার জনগণের জন্য মঙ্গলসমাচারের শিক্ষা সহভাগিতার একটি সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী ফোরাম"- *আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, ১৯৯৫*। এশিয় বিশপ সম্মিলনীসমূহের প্রথম মিটিং ডাকা হয় হংকং এ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে।

২। এফএবিসি এর দর্শন: এশিয়াতে নতুন ভাবধারায় মণ্ডলী হওয়া, আর্থাৎ এশিয় মণ্ডলী হওয়া যা বিশ্বাস ও প্রার্থনার মিলন সমাজ, কথায় ও কাজে প্রকৃত শিষ্য, অংশগ্রহণকারী, দীন-দরিদ্র, যুবাদের, প্রেরণধর্মী, সামাজিক রুপান্তরে নিয়োজিত এবং এশিয়ার জনগণের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের সহযাত্রিক মণ্ডলী

৩। এফএবিসি এর প্রেরণকাজ: এশিয়াতে ত্রিমূখী সংলাপের মাধ্যমে নব ভাবধায়ায় মঙ্গলবাণীর প্রচারই মণ্ডলীর প্রেরণকাজ।

৪। এফএবিসি এর কাঠামো:

এফএবিসি এর কাঠামো (Structure of FABC)

এশিয় বিশপ সম্মিলনীসমূহ (Asian Bishops' Conferences)

পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ (Plenary Assembly)

আঞ্চলিক সমাবেশসমূহ (Regional Assemblies)

কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee)

স্থায়ী কমিটি (Standing Committee)

কেন্দ্রীয় সচিবালয় (Central Secretariat)

মানব উন্নয়ন বিষয়ক অফিস (OHD) - সামাজিক যোগাযোগ বিষয়ক অফিস (OSC)- শিক্ষা ও বিশ্বাসের গঠন বিষয়ক অফিস (OEFF)-আন্তঃমাণ্ডলীক ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক অফিস (OEID)

মঙ্গলবাণী ঘোষণা বিষয়ক অফিস (OE)- ঐশতাত্ত্বিক বিষয়ক অফিস (OTC)-যাজক বিষয়ক অফিস (OC)-ভক্তজনগণ ও পরিবার বিষয়ক অফিস (OLF)- নিবেদিত জীবন বিষয়ক অফিস (OCL)

ডকুমেন্টেশন সেন্টার (DC) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ডেস্ক (CCD)

যুব বিষয়ক ডেস্ক (YD)- নারী বিষয়ক ডেস্ক (WD) আসিপা (ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ) বিষয়ক ডেস্ক (AsIPA Desk)

৫। এফএবিসি প্লেনারী এসেম্বলী সম্পর্কে কিছু কথা: এফএবিসি এর সর্বোচ্চ বডি হলো প্লেনারী এসেম্লী এর সর্বময় ক্ষমতা নিহিত রয়েছে এই বডিরই হাতে। সাংবিধানিক পরিবর্তন বা সংশোধন করার এবং কোন নীতি প্রণয়ন ও কাঠামোগত পরিবর্তনের অনুমোদনের অধিকার শুধু এই বডিরই রয়েছে। এফএবিসি এলাকাভুক্ত সকল কার্ডিনাল, সকল সদস্য-বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধি, প্রতিটি সম্মিলনী থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশপ প্রতিনিধি এবং সহযোগী সদস্য এই প্লেনারী এসেম্বলীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি ৪ বছর অন্তর অন্তর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়। একসাথে এশিয়ার মণ্ডলীসমূহের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্বেষণ ও নিরূপনের জন্য এই প্লেনারী এসেম্বলীগুলো হলো ফলপ্রসূ হাতিয়ার ও স্থান। "মণ্ডলী হিসাবে এবং মণ্ডলীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবাদানরত এবং বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকার সাথে একত্রে জীবন যাপন করার প্রকৃত সুযোগ"- এডমন্ড ছিয়া। এই প্লেনারী এসেম্বলীর ভুমিকা হলো "নতুন অর্থ ও প্রচেষ্টা অন্বেষণ করা, ক্ষতিকারক শক্তিসমূহকে জয় করা, মিলনের নতুন আকৃতি দান, যুগ লক্ষণসমূহ পাঠ করা এবং কোনটার উন্নয়ন সাধন করা এবং কোনটা পরিহার করা প্রয়োজন তা নিরূপণ করা" *(# ১ তাইপেই)*।

৬। প্লেনারী এসেম্বলী এর প্রস্তুতি পদ্ধতি: বিভিন্ন ঘটনা, সফলতা-চ্যালেঞ্জ সহভাগিতার মধ্য দিয়ে এশিয়ার ঐশজনগণের জীবনে পবিত্র আত্মার কাজ নিরূপন। তাছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন বিশপস' ইনস্টিটিউট, সম্মেলন ও কনফারেন্স, ইত্যাদি, যেগুলোর মধ্য দিয়ে এই প্লেনারী এসেম্বলীর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৭। এফএবিসি এর প্লেনারী এসেম্বলীগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়: শুরু থেকে অদ্যাবদি সর্বমোট ১১টি প্লেনারী এসেম্বলী হয়েছে। এগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়, স্থান ও মূল প্রতিপাদ্য কিছু বিষয় সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

নং	বছর	স্থান	মূলবিষয়
১	২২-২৭ এপ্রিল ১৯৭৪	তাইপেই, তাইওয়ান	বর্তমান এশিয়ায় মঙ্গলবাণী প্রচার/ঘোষণা
২	১৯-২৫ নভেম্বর ১৯৭৮	কলিকাতা, ইন্ডিয়া	প্রার্থনা: এশিয়ার মাণ্ডলীক জীবন
৩	২০-২৭ অক্টোবর ১৯৮২	ব্যংকক, থাইল্যাণ্ড	খ্রিস্টমণ্ডলী: এশিয়াতে খ্রিস্টবিশ্বসের একটি মিলনসমাজ
৪	১৬-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬	টোকিও. জাপান	এশিয়ার খ্রিস্টমণ্ডলীতে ও জগতে খ্রিস্টভক্তদের আহ্বান ও প্রেরণকাজ
৫	১৭-২৭ জুলাই ১৯৯০	ভেন্ডুং, ইন্দোনেশিয়া	**১৯৯০ দশকে এশিয়ার মণ্ডলীর জন্য উদীয়মান চ্যালেঞ্জসমূহ: সাড়া দেওয়ার আহ্বান**
৬	১০-১৯ জানুয়ারি ১৯৯৫	ম্যানিলা, ফিলিপাইনস	বর্তমান এশিয়াতে খ্রিস্টের শিষ্যত্ব: জীবনের প্রতি সেবা
৭	৩-১৩ জানুয়ারি ২০০০	সামফ্রান, থাইল্যাণ্ড	এশিয়াতে একটি নবায়িত মণ্ডলী: ভালবাসা ও সেবার প্রেরণকাজ
৮	১৭-২৩ আগস্ট ২০০৪	দেজেয়ন, কোরিয়া	একটি সামগ্রিক জীবন সভ্যতার দিকে এশিয় পরিবার
৯	১০-১৬ আগস্ট ২০০৯	ম্যানিলা, ফিলিপাইনস	এশিয়াতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় জীবন যাপন
১০	১০-১৬ ডিসেম্বর ২০১২	জুয়ান লক, ভিয়েতনাম	৪০ বছরে এফএবিসি: এশিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহের প্রতি সাড়াদান - মঙ্গলবালীর নবঘোষণা
১১	২৯ নভেম্বর - ৪ ডিসেম্বর ২০১৬	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা	এশিয়াতে ক্যাথলিক পরিবার: দয়ার প্রেরণকাজে দীন-দরিদ্রদের গৃহমণ্ডলী

৭. ১। প্রথম প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২২-২৭ এপ্রিল ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে, তাইপেই, তাইওয়ানে। মূলভাব ছিল: "বর্তমান এশিয়ায় মঙ্গলবাণী প্রচার/ঘোষণা"। এফএবিসি প্রকৃতপক্ষে এমন একটি স্থানীয় মণ্ডলী গড়ে তুলতে চেয়েছে যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে দেহধারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠির এবং সংস্কৃত্যায়িত, এবং যা জীবন্ত ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মসমূহের সাথে চলমান ও প্রেমপূর্ণ সংলাপে নিয়োজিত *(# ১ তাইপেই)*। এই প্রথম এসেম্বলীতেই ত্রিমূখী সংলাপের ধারণাটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। মঙ্গলবাণী প্রচার ও নতুন ভাবধারায় মণ্ডলী হওয়ার উত্তম মাধ্যম হলো এই ত্রিমূখী সংলাপ। "কেননা, এশিয়াতে

খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রকৃত পরিচয় আবিষ্কার করতে হলে তাকে অবশ্যই এই ত্রিমুখী সংলাপে নিয়োজিত থাকতে হবে: এশিয়ার জনগণের সাথে, বিশেষভাবে দীন-দরিদ্র জনগণের সাথে, বিভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে সংলাপ" *ফাদার জেম্‌স ক্রুগার, এমএম*। মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ অনুসারে ন্যায্যতা, পবিত্রতা, প্রকৃত মানব উন্নয়ন ও মুক্তি অন্বেষণই হলো এশিয়াতে সামগ্রিকভাবে মঙ্গলবাণী প্রচারকে সার্থক করে তুলে। সফলভাবে মঙ্গলবাণী প্রচারের জন্য প্রয়োজন ধ্যান-প্রার্থনা, নিরূপণের সক্ষমতা, প্রেরণকর্মে গঠনের নবায়ন, খাঁটি এশিয়ান ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম গুলোর উপযুক্ত ব্যবহার।

৭. ২। দ্বিতীয় প্লেনারী এসেম্লী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯-২৫ নভেম্বর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে, কলিকাতা, ইন্ডিয়া। মূলভাব ছিল: "প্রার্থনা: এশিয়ার মাণ্ডলীক জীবন"। বিশপগণ এশিয়াতে ক্রমবর্ধমান জাগতিকতা, বস্তুবাদ, ভোগবাদ, ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো অভিজ্ঞতা করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে বিশপগণ বিশেষভাবে তরুণদের মাঝে ধ্যান ও অভ্যন্তরীণতার সমৃদ্ধিগুলো বর্তমান সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে প্রয়োগের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে চেয়েছেন। এই এসেম্বলীতে খ্রিস্টীয় প্রার্থনার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "এশিয়াতে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিকাশের কেন্দ্রে রয়েছে খ্রিস্টীয় প্রার্থনা যা মণ্ডলীকে একটি গভীর প্রার্থনাশীল সমাজের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যার চিন্তা-ধ্যান সন্নিবেশীত রয়েছে আমাদের সময় ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে" (# ২, ১৯৭৮)। খ্রিস্টীয় প্রার্থনার মৌলিক উপাদানগুলো হলো: পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, পবিত্র আত্মার শক্তিতে খ্রিস্ট যিশুর মধ্য দিয়ে পিতার হৃদয়ের সাথে আমাদের মিলন। খ্রিস্ট যিশুর সাথে এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে প্রার্থনারত একটি সমাজের প্রার্থনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদের মধ্যে যা হলো আত্মদান ও আত্মোৎসর্গের একটি প্রার্থনা। এই প্রার্থনার ফল ছড়িয়ে পড়ে দীন-দরিদ্র, অসুস্থ, অসহায় এবং ক্ষুদ্রতম ভাইবোনদের মধ্যে। একটি সত্যিকার প্রার্থনাশীল সমাজ হওয়ার জন্য আমাদের দৈনন্দির জীবনে আমাদের খ্রিস্টীয় প্রার্থনার হৃদয়কে আরও গভীর, আরও তীব্র, পুনর্জীবিত ও পুনর্নবীকৃত করা প্রয়োজন। প্রার্থনাই এশিয়ার জনগণের জন্য মঙ্গলবাণী প্রচারের, উন্নয়ন ও মুক্তি কাজে এবং খ্রিস্টীয় জীবন ও সাক্ষ্যদানে শক্তি। খ্রিস্টান সমাজের প্রার্থনা জীবনে নবায়নের জন্য প্রয়োজন: সংস্কৃত্যায়ন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং যাজক ও সন্ন্যাস জীবন প্রার্থীদেরকে প্রার্থনায় গঠন দেওয়া একান্ত আবশ্যক। সেই সাথে সেবাকর্মের নবায়নের জন্য এশিয়াতে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

৭.৩। তৃতীয় প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০-২৭ অক্টোবর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে, ব্যাংকক, থাইল্যাণ্ড। মূলভাব ছিল: "খ্রিস্টমণ্ডলী: এশিয়াতে খ্রিস্টবিশ্বাসের একটি মিলনসমাজ"। এফএবিসি এর আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের ঠিক দশ বছর পরে এই তৃতীয় প্লেনারী অনুষ্ঠিত হলো। এশিয়াতে বিরাজমান চ্যালেঞ্জগুলোর কথা স্মরণ করে বিশপগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথেই এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, মণ্ডলী হলো বিশ্বাসীদের মিলন সমাজ। । ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যানের ফলশ্রুতিতে বলা হয় যে, খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এই মিলন পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের মিলনেই স্থিত। বিশ্বাসীদের এই মিলন সমাজের উদ্দেশ্য হলো এশিয়াতে দৈনন্দিন জীবন বাস্তবতায় মঙ্গলসমাচারে শিষ্যত্ব যা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত এবং মণ্ডলীর সাক্রামেন্তসমূহ দ্বারা পরিপুষ্ট। খ্রিস্ট সমাজই হলো প্রকৃত অংশগ্রহণকারী ও সহ-দায়িত্বশীল। তাই তারাই সংলাপ ও সেবার মধ্যদিয়ে অন্য ধর্মের ভাইবোনদের কাছে পৌঁছাতে পারে। মিলনসমাজ হিসাবে মণ্ডলী তার মিলন ও প্রেরণকাজ, অন্যান্য সমাজের সাথে সম্পর্কে, তার নিজ জীবন ও সত্তায় বাস্তব করে তুলে। এই বিশ্বাসের মিলনই হলো এশিয়াতে অন্যান্য সমাজের মধ্যে মণ্ডলীর একটি উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্র চিহ্ন। তাই স্থানীয় মণ্ডলী জনসমাবেশে সাক্ষ্যদান করে এবং প্রেরণকাজে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। "এশিয়াতে খ্রিস্টমণ্ডলীকে বিশ্বাসীদের মিলন সমাজে সক্রিয় পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর অবশ্যই শুনতে হবে, যে মিলন সমাজ তাদের বিশ্বাস জীবনে যাপন ও অভিজ্ঞতা করে, তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে সহভাগিতা ও উদ্‌যাপন করে। মঙ্গলসমাচারের মিলন সমাজগুলোকে অবশ্যই এই সমস্ত সর্বজনীন তীর্থযাত্রার সহযাত্রী হতে হবে"। এফএবিসি নিজেদের বিফলতাগুলো স্বীকারের পাশাপাশি এশিয় মণ্ডলীর জন্য মৌলিক দর্শন ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নির্ণয় করেছেন। এশিয় মণ্ডলীর দর্শন হলো: নতুন ভাবধারায় মণ্ডলী হওয়া, অর্থাৎ এশিয় মণ্ডলী হওয়া যা বিশ্বাস ও প্রার্থনার মিলনসমাজ, কথায় ও কাজে প্রকৃত শিষ্য, অংশগ্রহণকারী, দীন-দরিদ্র, যুবাদের, প্রেরণধর্মী, সামাজিক রূপান্তরে নিয়োজিত এবং এশিয়ার জনগণের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের সহযাত্রিক মণ্ডলী। ত্রিমুখী সংলাপের মাধ্যমে নব ভাবধায়ায় মঙ্গলবাণীর প্রচারই মণ্ডলীর প্রেরণকাজ।

৭.৪। চতুর্থ প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৬-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে, টোকিও, জাপান। মূলভাব ছিল: "এশিয়ার খ্রিস্টমণ্ডলীতে ও জগতে খ্রিস্টভক্তদের আহ্বান ও প্রেরণকাজ"। ইতিহাসে প্রতীয়মান হয় যে কোন কোন দেশে খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ খ্রিস্টবিশ্বাস জীবিত রেখেছেন। তাই মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ বিষয়ক এই এসেম্বলীতে ভক্তজনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের সাক্ষ্য বহন করা হয়েছে। অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও যুবসমাজ, খ্রিস্টভক্ত নারী-পুরুষ ও পরিবার এশিয়ার মণ্ডলীতে শিক্ষাক্ষেত্রে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, রাজনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। কেননা, দীক্ষাস্নানের ঐশকৃপাগুণে আমরা সকলেই খ্রিস্টের রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব লাভ করেছি। তাই মঙ্গলবাণী প্রচারে এবং সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে খ্রিস্টভক্ত, সন্ন্যাসব্রতী ও যাজকসমাজ সবাইকেই একত্রে কাজ করে যেতে হবে। মণ্ডলীর জন্য কাঠামোগত নবায়ন আনতে হবে যাতে সকলের মধ্যে মিলন, সহযোগিতা ও সহ-দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। এশিয় মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে বিশপগণ বলেছেন, "মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের জন্য মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের অনেক প্রয়োজন রয়েছে। তাদেরকে তাই আনন্দপূর্ণ ও সক্রিয় সহকর্মী হতে হবে"। এই জন্য প্রয়োজন পালকীয় কর্মপরিকল্পনা যার মধ্যে থাকবে খ্রিস্টভক্তদের বিভিন্ন ঐশানুগ্রহ অনুসারে সেবাকাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা, খ্রিস্টভক্ত, সন্ন্যাসব্রতী ও যাজক সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা, খ্রিস্টভক্তদের জন্য গঠন কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং খ্রিস্টভক্তদের জন্য খ্রিস্টকেন্দ্রীক, মণ্ডলীতাত্ত্বিক, বাইবেলীয় ও সাক্রামেন্তীয় আধ্যাত্মিকতা নিরূপন করা। তাহলেই এশিয়ার মণ্ডলী পরিপক্ক ও সকলের জন্যই আশার একটি চিহ্ন হয়ে উঠবে।

৭. ৫। পঞ্চম প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৭-২৭ জুলাই ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে, ভেন্ডুং, ইন্দোনেশিয়া। মূলভাব ছিল: "১৯৯০ দশকে এশিয়ার মণ্ডলীর জন্য উদীয়মান চ্যালেঞ্জসমূহ: সাড়া দেওয়ার আহ্বান"। এশিয়াতে রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ এবং অনেক আশার চিহ্ন। একদিকে, সমাজে, দেশে এবং বিভিন্ন মহাদেশে দেখা যাচ্ছে অনেক বৈষয়িক উন্নয়ন এবং ইতিবাচক পরিবর্তন। এগুলো এশিয়ার সমাজগুলোকে প্রভাবিত করছে। অন্যদিকে, দেখা যায় অন্যায্যতা, সীমাহীন দরিদ্রতা, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি সকলের প্রবেশাধিকারের অভাব, প্রকৃতি ধ্বংস, নারীদের প্রতি বৈষম্য, অনৈতিক কার্যকলাপ, দরিদ্রদের প্রতি শোষণ নিপীড়ন, ধর্ম-সমাজ ও শ্রেণীগত বৈষম্য। এসবের মধ্যেও আশার বিষয় হলো মানুষের মধ্যে একটি নতুন সচেতনতাবোধ জাগ্রত হচ্ছে। গণতন্ত্র, অংশগ্রহণ, মানবাধিকার, মানুষের মধ্যে সংহতি ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য আন্তঃমাণ্ডলীক ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সৃষ্টির ঐশতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা গড়ে উঠছে। এসবের মধ্যেই প্রতীয়মান হয় যে, চ্যালেঞ্জের মধ্যেও পবিত্র আত্মা আশা সঞ্চার করছে। সমসাময়িক

এশিয়াতে মঙ্গলবাণী প্রচারে মণ্ডলীর প্রেরণকাজ সুন্দরভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হলো প্রেরণকর্মের ধারণা নবায়ন করা যা শুরু হবে যিশুর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের নবায়নের মধ্য দিয়ে। যিশুকে প্রচারই হলো মঙ্গলবাণী ঘোষণার কেন্দ্র এবং তা করতে হবে ফলপ্রসূ কাজের মধ্য দিয়ে। একাজে খ্রিস্টভক্তদের সম্পৃক্ত করার জন্য তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও গঠনের ব্যবস্থা করা। এশিয়াতে মণ্ডলীকে হতে হবে নতুন প্রক্রিয়ায় বা ভাবধারার মণ্ডলী, অর্থাৎ উন্নত জীবনের জন্যে সংগ্রামরত মণ্ডলী হবে এশিয়ার জনগণের সঙ্গী ও পার্টনার। প্রভুর ও মানবতার সেবক মণ্ডলী। এই নতুন প্রক্রিয়ায় মণ্ডলী হওয়ার জন্যে প্রয়োজন একটি গভীর আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ খ্রিস্টে স্থিত হওয়ার এবং মঙ্গলসমাচারের শিক্ষা ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার আধ্যাত্মিকতা। নতুন ভাবধারায় মণ্ডলী হওয়া মঙ্গলবাণী প্রচারের একটি সামগ্রিক ও অখণ্ড পদ্ধতি অবলম্বনের আহ্বান জানায়। এই সমাবেশকে বলা যেতে পারে একটি পরিবর্তনের সময় / যুগের আগমনের সময়। "সম্ভবত এই পঞ্চম সমাবেশই এশিয়াতে প্রেরণকাজে ও মঙ্গলবাণী প্রচারে এফএবিসি এর দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবে রূপদান করে। পূর্ববর্তী সকল সমাবেশে গৃহীত উদ্বেগগুলোর সারসংক্ষেপ করে এবং সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন ভাবধারার মণ্ডলী হওয়ার আহ্বান জানায়" - *এডমণ্ড ছিয়া*।

৭.৬। ষষ্ঠ প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০-১৯ জানুয়ারি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে, ম্যানিলা, ফিলিপাইনস। মূলভাব ছিল: "বর্তমান এশিয়াতে খ্রিস্টের শিষ্যত্ব: জীবনের প্রতি সেবা"। এশিয়ার বিশপগণ বিগত এসেম্বলীগুলোতে এশিয়ার মানুষের জীবনমান রক্ষার জন্য অবিরত কাজ করেছেন। প্রার্থনা, সংলাপ, নিরূপণ এবং কাজের মধ্যদিয়ে জীবনের পূর্ণতার পথে চালিত হতে মণ্ডলী এশিয়ার জনগণের সাথে সহযোগিতা করেছে। তাই এই এসেম্বলীর মূলভাব নেওয়া হয়েছে "খ্রিস্টের শিষ্যত্ব: জীবনের প্রতি সেবা"। এখানে এশিয়ার বাস্তবতার মাঝে বিশপগণ "জীবন দর্শন" নিরূপণ করেছেন। আর এই দর্শন হলো বিভিন্ন কৃষ্টি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে জীবনের মিলন। সংহতি, সমবেদনা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, শান্তি, বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির জীবন। এশিয়ার এই ব্যাপক জীবন দর্শন অর্জনে খ্রিস্টের শিষ্য হিসাবে মণ্ডলী কিভাবে অবদান রাখতে পারে? শিষ্যত্বে গঠন লাভ করে। সেই জন্যেই যাজক ও ভক্তজনগণ মণ্ডলীর বর্তমান এশিয়াতে নতুন ভাবধারায় মণ্ডলী হওয়ার কার্যকলাপের উপর ধ্যান করে একটি স্থানীয় মণ্ডলী বা একটি মিলন সমাজ হতে চেয়েছে। কিন্তু এফএবিসি উপলব্ধি করেছে যে এশিয়াতে প্রকৃত অর্থেই একটি মিলন সমাজ গঠন বা স্থনীয় মণ্ডলী হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাদানে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাই খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর জীবনদায়ী ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাঁর আত্মার নির্দেশনা অনুসারে এশিয়াতে খ্রিস্টীয় জীবন গঠন ও জীবনের প্রতি সেবার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫টি পালকীয় অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন- পরিবার, নারী ও কন্যাশিশু, যুবক-যুবতী, ইকোলজি ও অভিবাসী, যাদের প্রতি বিশেষ পালকীয় সেবা যত্ন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৭. ৭। সপ্তম প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩-১৩ জানুয়ারি ২০০০ খ্রিস্টাব্দে, সামফ্রান, থাইল্যাণ্ড। মূলভাব ছিল: "এশিয়াতে একটি নবায়িত মণ্ডলী: ভালবাসা ও সেবার প্রেরণকাজ"। দুই হাজার খ্রিস্টাব্দ একটি নতুন সহস্রাব্দের সূচনা। জুবিলী বছর। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ, টেকনোলজি ও ঔপনিবেশিক অতীত মোকাবেলায় এই উপলব্ধি এসেছে যে, আমাদের মহাদেশ এখনও দেখছে অন্যায্যতার সুনির্দিষ্ট রূপ। এই দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এশিয়ার বিশপগণ মণ্ডলীকে নবায়নের প্রেরণকাজ নিয়ে একটি নতুন শতাব্দির প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে। কেননা, স্বয়ং পবিত্র আত্মাই নবায়নের পথে, বিশেষভাবে, প্রেম ও সেবার প্রেরণকাজে নবায়িত হওয়ার আহ্বান করছেন। তাই তাঁরা প্রথম অংশে এশিয়াতে মণ্ডলীর দর্শন নবায়নের বিষয় বলেছেন-মণ্ডলী হবে দরিদ্র ও যুবাদের; প্রকৃত অর্থে একটি স্থানীয়; গভীর অভ্যন্তরীণতা; খাঁটি বিশ্বাসের মিলন-সমাজ; সামগ্রিক মঙ্গলবাণী ঘোষণা ও নবায়িত প্রেরণকাজ; ভক্তজনগণ ও নারীদের ক্ষমতায়ন এবং ত্রিমুখী সংলাপের আন্দোলন। দ্বিতীয় অংশে প্রেম ও সেবার প্রেরণকাজে চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে আর সেগুলো হলো-বিশ্বায়ন, মৌলবাদ, বাস্তবিদ্যা, সামরিকীকরণ এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ভূদৃশ্য, ইত্যাদি। তৃতীয় অংশে, মণ্ডলীকে এশিয়ান হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এশিয়ান হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয় তৃণমূল পর্যায় থেকে। এই এশিয়ান হওয়ার পথে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলোর আলোকে তাঁরা যুবসমাজ, নারী অধিকার, পরিবার, আদিবাসী জনগণ, অভিবাসী ও শরণার্থীদের সাথে সম্পর্কিত পালকীয় অগ্রাধিকারগুলো নির্ণয় করেছেন। বলা হয়েছে পরিবার পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের ভালবাসার রহস্য মূর্তমান করে তোলে। পরিবার যেখানে এখনও অনেকের জন্যই স্বর্গ সেখানেও পারিবারিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধগুলো সমঝোতা করা হচ্ছে। দরিদ্রতা ও বিশ্বায়নের প্রভাব পড়ছে এই পরিবারগুলোতে। সেই জন্যেই এশিয়ার একটি নবায়িত মণ্ডলীতে ভালবাসা ও সেবার প্রেরণকাজের জন্য একটি অখণ্ড/পরিপূর্ণ পদ্ধতি একান্ত প্রয়োজন। একটি নতুন সহস্রাব্দের সূচনাতে মঙ্গলসমাচার প্রচার ও সেবাকাজের অধিকতর ফলপ্রসূ হাতিয়ার হলো জীবন সাক্ষ্যদান।

৭.৮। অষ্টম প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৭-২৩ আগস্ট ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে, দেজেয়ন, কোরিয়া। মূলভাব ছিল: "একটি সামগ্রিক জীবন সভ্যতার দিকে এশিয় পরিবার"। এই এসেম্বলীতে পরিবারগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এশিয়ান পরিবারের জন্য পরিপূর্ণ জীবনের প্রত্যাশা। প্রথম অংশে, তুলে ধরা হয়েছে এশিয়ার পরিবারগুলোর জন্য পালকীয় চ্যালেঞ্জসমূহ: পারিবারিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের অবক্ষয়, বিভিন্ন ধরণের পরিবার, দারিদ্র এবং অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, এশিয়ার অভিবাসন, সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন, পিতৃতান্ত্রিকতা, ভুমিহীনতা, নারী ও শিশু শ্রম, যুবসমাজ, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজে পরিবার, ইত্যাদি। দ্বিতীয় অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে পরিবার সম্পর্কে ঐশতাত্বিক অনুধ্যান: প্রেম ও জীবনের সন্ধি, মিলন ও সংহতি; খ্রিস্টই জীবন, সহভাগিতামূলক প্রেম, মিলন ও সংহতি; আত্মাতে সন্ধিময় জীবন, ঈশ্বরের পরিবার, মণ্ডলী; পরিবার প্রেম ও জীবনের মন্দির, সন্ধি ও মিলন, যিশু অভিজ্ঞতা, মানবিক সম্পর্ক; পরিবারের আহ্বান ও প্রেরণকাজ-প্রাবক্তিক ভূমিকা; এবং সামগ্রিক জীবন সভ্যতার দিকে পারিবারিক আধ্যাত্মিকতা: মিলনের আধ্যাত্মিকতা, বিবেকের গঠন ও বিবাহের ঐশানুগ্রহ। তৃতীয় অংশে রয়েছে পরিবারে সেবাকাজ সম্পর্কে পালকীয় দিকনির্দেশনা। সামাজিক চ্যালেঞ্জ এশিয়ার পরিবারগুলোকে প্রভাবিত করছে। তাই এই বাস্তবতা থেকে এশিয়ার পরিবারকে একটি সামগ্রিক জীবন সভ্যতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হলিস্টিক পারিবারিক সেবাকাজ অনেক প্রয়োজন। কেননা, এশিয় জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে পরিবার। তাই পরিবারগুলোকে মঙ্গলবাণীর প্রচারকর্মী করে তোলার জন্য ক্ষমতায়ন করতে হবে।

৭. ৯। নবম প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০-১৬ আগস্ট ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে, ম্যানিলা, ফিলিপাইনস। মূলভাব ছিল: "এশিয়াতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় জীবন যাপন"। এখানে অনুধ্যান করা হয় খ্রিস্টপ্রসাদীয় জীবন নিয়ে। খ্রিস্টপ্রসাদ সম্পর্কে পোপদের গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলোর উপর ভিত্তি করে এশিয়ার বিশপগণ এশিয়াতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় জীবন যাপনের উপর আলোকপাত করেছেন। প্রথমেই বিশপগণ খ্রিস্টযাগের ঐশতাত্ত্বিক-পালকীয় অনুচিন্তন তুলে ধরেন: খ্রিস্টপ্রসাদ হলো আমাদের জীবনে ও মিলনে খ্রিস্টের জীবন। আমাদের জীবন হওয়ার জন্য খ্রিস্টপ্রসাদে খ্রিস্টের জীবন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। জীবনময় রুটি যিশুকে ঈশ্বর উপহার হিসাবে আমাদের দিলেন যাতে আমরাও অন্যদেরকে অনন্ত জীবন দিতে পারি। তাঁর দেহ ও রক্ত গ্রহণের ফলে পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের সাথে মিলন এবং তাঁর রক্তে একটি নতুন সন্ধি স্থাপিত হয়। খ্রিস্টপ্রসাদ হলো জীবন ও প্রেমের সংলাপের

একটি নতুন অভিজ্ঞতা। খ্রিস্টযাগ শুধু মাত্র যিশুর নিস্তার রহস্যেরই স্মরণোৎসব নয়, বরং যিশুর সমগ্র জীবনটাই হলো জীবনদায়ী প্রেমের উৎসর্গ। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল শ্রবণ, বিশ্বাস ও আশার জীবনে এবং প্রেরণকাজে আহ্বান গুরুত্ব পেয়েছে এই এসেম্বলীতে। এশিয়াতে খ্রিস্টমণ্ডলীর অস্তিত্বের বিশেষ ধরণ হলো জীবন ও প্রেমের সংলাপ। দীন-দরিদ্র, সৃষ্টি ও ইতিহাসের মধ্যেও খ্রিস্টের উপস্থিতি অবশ্যই দেখতে হবে। সেইজন্যে যা বেশী প্রয়োজন তা হলো গঠন। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ, খ্রিস্টপ্রসাদীয় জীবন যাপন ও মিশনারী গঠন একান্ত আবশ্যক।

৭.১০। দশম প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০-১৬ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দে, জুয়ান লক, ভিয়েতনাম । মূলভাব ছিল: "৪০ বছরে এফএবিসি: এশিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহের প্রতি সাড়াদান - মঙ্গলবাণীর নবঘোষণা "। ২০১২ খ্রিস্টাব্দ ছিল বিশ্বাসের বৎসর, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ৫০ বছর, কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ২০ বছর এবং এফএবিসি এর পথচলার ৪০ বছর পূর্তি। দীর্ঘ পথচলার এই পর্যায়ে এসে বিশপগণ স্মরণ করেছেন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার মূল ধারণাগুলো নিয়ে, যেমন: ঐশজনগণ, ঐশরাজ্য, মিলন, সহ-দায়িত্বশীলতা, সহযোগিতা, অংশগ্রহণ, সংলাপ, মঙ্গলবাণী ঘোষণায় প্রেরণকাজ, ইত্যাদি। আলোচনা করেছেন বর্তমান যুগলক্ষণ ও মঙ্গলবাণী প্রচারের নতুন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। ৪০ বছর পূর্তিতে এশিয়া মণ্ডলীর কাছে আহ্বান আসে মঙ্গলবাণী নব ঘোষণার। বিশপগণ আলোচনা করেন কিভাবে মঙ্গলবাণীর নব ঘোষণা দ্বারা এশিয়ার চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা যায়। তা করতে গেলে যা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হলো নবায়িত মঙ্গলবাণীর প্রচারক হওয়া, এবং এর জন্য আমাদেরকে জগতে সক্রিয় পবিত্র আত্মার আহ্বানে সাড়া দিতে হবে, আমাদের সত্তার গভীরে মঙ্গলবাণীর নব ঘোষণার আধ্যাত্মিকতায় জীবন যাপন করতে হবে। "মঙ্গলবাণীর নব ঘোষণার প্রেরণকাজ, যা স্বাদে, পদ্ধতিতে ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় নতুন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ইহা খ্রিস্টের সমরূপ মনমানসিকতা ও চিন্তা নিয়ে নবায়িত, মিলন, প্রেরণ ও নব মঙ্গলবাণী ঘোষণার আধ্যাত্মিকতায় নবায়িত মঙ্গলবাণী প্রচারক হওয়ার আহ্বান জানায়"। এশিয়ার এই দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে যিশুখ্রিস্টকে ঘোষণার একটি কঠিন প্রেরণ দায়িত্ব রয়েছে এশিয়াতে মণ্ডলীর সামনে। এই প্রেরণ দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদেরকে হতে হবে খ্রিস্ট-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, খ্রিস্ট-সাক্ষ্যদানকারী মিলন সমাজ এবং মঙ্গলবাণীর নব ঘোষণার জন্য নবায়িত মঙ্গলবাণীর প্রচারক।

৭.১১। একাদশ প্লেনারী এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৯ নভেম্বর - ৪ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে, কলম্বো, শ্রীলঙ্কা। মূলভাব ছিল: "এশিয়াতে কাথলিক পরিবার: দয়ার প্রেরণকাজে দীন-দরিদ্রদের গৃহমণ্ডলী"। বিশপগণ আলোকপাত করেছেন এশিয়ার কাথলিক পরিবারগুলো নিয়ে। পরিবার হলো দয়ার প্রেরণকাজে গৃহমণ্ডলী। এশিয়ার পরিবর্তনশীল বাস্তবতা/মুখমণ্ডল এশিয়ার পরিবারগুলোকে প্রভাবিত করছে। তাই মণ্ডলীর প্রয়োজন পরিবারের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কাজ করা যার স্থিতি রয়েছে যিশুর সাথে সাক্ষাতের মধ্যে। পরিবারের আধ্যাত্মিকতাই হলো এই প্লেনারীর কেন্দ্রীয় বিষয়।

৮। উপসংহার: এফএবিসি এর প্লেনারী এসেম্বলীগুলোর মধ্যে রয়েছে এশিয়া মণ্ডলীর জন্য অমূল্য শিক্ষা, মূল্যবান গুপ্ত সম্পদ ও এশিয়া মণ্ডলীর জন্য একসাথে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পালকীয় কর্মপরিকল্পনার সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা। এই সম্পদগুলো আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন সময় নিয়ে এই মূলবান দলিলগুলো পাঠ ও ধ্যান করা এবং আত্মস্থ করা। এই মহতী কাজে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর কৃপা দান করুন এবং পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয় মন আলোকিত করুন॥ ❧

ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৪ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রীঃ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ধরেন্ডা মিশন মাঠ প্রাঙ্গণে ক্রেডিট ইউনিয়নের **''৩৫ তম (রেজিস্ট্রেশনোত্তর) বার্ষিক সাধারণ সভা''** অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য'কে যথাসময়ে নিজ নিজ সদস্য বহি/সদস্য আইডি কার্ড ও বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ উপস্থিত থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

উজ্জ্বল শিমন রোজারিও	**বিকাশ পলিনুস কোড়াইয়া**
প্রেসিডেন্ট, ব্যবস্থাপনা কমিটি	সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
ডিসিসিসিইউএলটিডি	ডিসিসিসিইউএলটিডি

বিপ্র/২৭৮/২৩

২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

স্তুতি বৃজেট গমেজ

জন্ম : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২২ আগস্ট, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

মোর একটি কুসুম
ক্ষণিকের ভুলে,
পাষাণ দেবতা
নিয়ে গেছে তুলে।
বাইশটি বছর পরে
আজো মনে পড়ে,
আছো তুমি সবার হৃদয় জুড়ে
আছো মনের গভীরে॥

অনেক অনেক আদর, ভালোবাসা ও চুমু

মা-বাবা: পল্লিকা ও আলেকজান্ডার গমেজ

ভাই বোন : ঐশী, অর্ঘ্য ও দ্যুতি গমেজ

বিপ্র/২৭৭/২৩

এশিয়ার জনগণ হিসাবে একসাথে যাত্রা করা

"... ... ... এবং তাঁরা ভিন্ন পথে চলে গেলেন।" *(মথি ২: ১২)*

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

ভূমিকা

মানব জাতির ও তাঁর সমস্ত সৃষ্টির কাছে ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করাই হলো যিশুখ্রিস্টের শিষ্যদের দায়িত্ব এবং এইজন্য এশীয় জনগণ হিসাবে সকলে এক সাথে যাত্রা করা। পূর্বদেশীয় পণ্ডিতগণ যেমন ঈশ্বরের নতুন তারার নির্দেশনায় একসাথে পথ চলেছিলেন, তেমনিভাবে আজকের যুগচিহ্ন দেখে ও তার অর্থ নির্ণয় করে আমাদেরও একসাথে পথ চলা উচিত। এশিয়া হলো বৃহত্তম ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলির উৎসভূমি; এখানে বহু ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জনগণ আদিকাল থেকেই শান্তিতে সহাবস্থান ও বসবাস করে আসছে। তারা শান্তি, ন্যায্যতা ও সম্প্রীতি চায়। তাই তাদের প্রতিনিধি হয়ে, পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের মত এশীয় বিশপগণ সমবেত হয়ে বর্তমান যুগের যুগলক্ষণ নির্ণয় করবে ও নতুন পথ আবিষ্কার করবে। তারজন্য তাঁরা একসাথে যাত্রা করবে, আকাশে তাকাবে, অবধারণ করবে, তাদের উপহার প্রদান করবে ও নতুন পথ ধরে পথ চলবে।

১ম ভাগ : একসাথে যাত্রা করা - সিনোডাল পথে চলার আহ্বানে সাড়া দান

বাইবেলে বর্ণিত ইস্রায়েল জাতির নেতাদের মত 'পূর্বদেশের পণ্ডিতগণ তাদের চেনা পথ ছেড়ে তাঁরা ভিন্ন নতুন পথ ধরে নিজ দেশে ফিরে গেছেন। তারা তাদের আরামের জীবন ছেড়ে কঠিন জীবন বেছে নিলেন যেন শিশু যিশু রক্ষা পায়। তেমনিভাবে এশিয়ার মণ্ডলীতে আমাদের বিশ্বাসের যাত্রাপথে আমাদের নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। কঠিন হলেও আমাদের সেই পথেই এগুতে হবে যেন আমরা খ্রিস্টের পক্ষে জোরালো সাক্ষ্য বহন করতে পারি। পণ্ডিতগণ আকাশের তারা দেখে পথ চলেছেন, মানুষের সহায়তা তাঁরা নিয়েছেন। আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী, আমাদের পথ হলো ক্রুশের পথ, যে পথে খ্রিস্ট চলেছেন ও যন্ত্রণাময় ক্রুশীয় মৃত্যু বরণ করেছেন। আমরা কিন্তু যন্ত্রণার পথ এড়িয়ে চলতেই ভালোবাসি কারণ আমরা আসল লক্ষ্য ভুলে যাই। মণ্ডলীর পথ কিন্তু কঠিন পথ, মণ্ডলীর ইতিহাস তাই বলে। মণ্ডলীর ইতিহাসের সূচনাতে একত্রে যাত্রা শুরু হলেও, দিনে দিনে বিভিন্ন মতাদর্শ ও মতবাদের কারণে অনেকেই ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু যারা বিশ্বস্ত তারা সাধু পিতরের মত বলেছে, "আমরা কার কাছে যাব প্রভু, অনন্ত জীবনের বাণী, সে-তো আপনার কাছেই আছে..." *(যোহন ৬: ৬৭)*। এশিয়ায় প্রথম বাণী প্রচারকদের মধ্যে মাত্তেয় রিচ্চি চীন দেশে ও দি নবিলি ভারতবর্ষে যেভাবে বাণী প্রচার করেছেন সেই নতুন পদ্ধতিই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। সে পথ নিশ্চিত ভাবেই আমাদের কাছে একটি কঠিন দাবী করে, আর সেটি হলো- আমাদের আরাম আয়েসের পথ ছেড়ে, ত্যাগ-তিতিক্ষার চ্যালেঞ্জপূর্ণ পথ ধরতে হবে। আমরা কি তা করতে প্রস্তুত আছি? এফএবিসি-এর ৫০ বছর পূর্তির বা স্বর্ণ জুবিলীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে এশিয়ার মণ্ডলী হিসাবে বাংলাদেশের মণ্ডলীকেও এই প্রশ্ন করতে হবে। মণ্ডলীর নতুন পথ হলো "সিনোডাল পথ"। এই পথের প্রতিপাদ্য হলো: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কাজ।

মণ্ডলীতে আমরা সকলেই সমান, আমরা সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকব এটাই স্বাভাবিক। সেই কারণে আমরা অর্থাৎ বিশ্বাসীরা সকলেই সকলের জীবনে ও কাজে অংশগ্রহণ করব। আর আমাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও ব্যবহারের দ্বারা মঙ্গল সমাচারের সাক্ষ্য বহন করব। আমাদের জীবন যাপন থেকেই অন্যরা বুঝবে যে খ্রিস্টই আমাদের প্রেরণ করছেন যেন আমরা তাঁর সুখবর সকলের কাছে প্রচার করতে পারি। এইজন্য অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে সংলাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে বর্তমানে আমাদের বুঝতে হবে যে শুধু একমুখী সংলাপ কার্যকরী হবে না; বরং আমাদের বহুমুখী সংলাপ করতে হবে। এটাও আমাদের জন্য একটি নতুন পথ।

২য় ভাগ: এশিয়ার বাস্তবতা - এশীয় মণ্ডলীর চ্যালেঞ্জসমূহ

রাজা হেরোদের আমলে, যুদেয়ার বেথলেহেম নগরে যিশুর জন্ম হয়। পরে কোন এক সময় প্রাচ্যদেশ থেকে কয়েকজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত জেরুশালেমে এলেন। এসেই তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন : ইহুদীদের যে রাজা জন্মেছেন, তিনি কোথায়? কারণ আমরা তাঁরই তারাটি উদিত হতে দেখেছি এবং আমরা এসেছি তাঁর চরণে প্রণাম জানাতে" *(মথি ২: ১-২)*। সেই পণ্ডিতদের মত এশিয়ার বিশপগণও এই যুগে যিশুর সন্ধান করে তাঁর পায়ে প্রণাম জানাতে সমবেত হয়েছেন ৫০ বছরের জুবিলীর সময়ে। এই সময় তাঁরা শুধু আকাশে নয়, বরং আশেপাশের বিভিন্ন এশীয় দেশে কিভাবে বাণী প্রচার হয়েছে, কিভাবে মণ্ডলী বেড়ে উঠেছে, এখন তারা কিভাবে পথ চলছে তা দেখেও শিক্ষা লাভ করতে এসেছে। এশীয় দেশগুলির বতমান বাস্তবতাগুলো হলো:

(ক) অভিবাসী, বাস্তুচ্যুত আশ্রয়-প্রার্থী, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা (খ) পরিবারগুলির বহুমুখী সমস্যা (গ) লিঙ্গ বৈষম্য ও ভেদাভেদ (ঘ) যুবক-যুবতীদের নৈতিক গঠনের সমস্যা (ঙ) ডিজিটাল প্রযুক্তি বা এই প্রযুক্তির অপব্যবহার (চ) ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য (ছ) আবহাওয়ার মধ্যে বিরূপ পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া এবং আমাদের সকলের বসতবাটি এই পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ (জ) আন্তঃধর্মীয় সংলাপ - এর মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপন।

তৃতীয় ভাগ : অবধারণ - পবিত্র আত্মা আমাদের কি বলেন?

মথি পূর্বদেশীয় জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরেছেন যারা আকাশের তারা দেখেছেন ও সাবধানী হয়ে নীচের মানুষ ও অন্যান্য চিহ্নও দেখে যিশুর অনুসন্ধান করেছেন *(মথি ২: ১)*। ২য় ভাটিকান মহাসভাও নির্দেশ করেছে যে গোটা বিশ্বাসী সমাজ, যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা অবগাহিত হয়েছে, তারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভুল করতে পারে না। সিনড় প্রস্তুতির জন্য পাঠানো *ভাদেমেকুম* (Vademecum) দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদেরও যুগলক্ষণ দেখতে হবে, মানুষের কথা শুনতে হবে এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের ঐতিহ্য থেকে শিখতে হবে যেন আমরা এর মধ্যে ঈশ্বরের কথা ও পরিকল্পনা বুঝতে পারি। "যার কান আছে সে শুনুক" *(প্রকাশিত বাক্য ৩: ২২)* পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে আজ কি বলেন!

(ক) যারা অভিবাসী, বাস্তুচ্যুত, আশ্রয়প্রার্থী, যারা অসহায় ও দরিদ্র আদিবাসী এবং যারা পড়ে আছে সমাজের প্রান্ত-সীমায়, তাদের সঙ্গে যাত্রা করা। তাদের সহায়তা করা মানে যিশুকেই সহায়তা করা। যিশুও মারীয়া ও যোসেফের কোলে চড়ে মিশর দেশে অভিবাসী হয়েছিলেন *(মথি ২: ১৩-১৫)*। আমাদের দেশ থেকে অনেক মানুষ কাজের সন্ধানে বা উন্নত জীবন প্রত্যাশায় বিভিন্ন উন্নত দেশে অভিবাসী হয়। তারা সেখানে স্থানীয় মণ্ডলীর অনেক সাহায্য সহযোগিতা পায়। কিন্তু আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ অভিবাসী বা গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসীদের জন্য আমরা কি করি? আমাদের মনে হয় অনেক কিছুই করার আছে!

(খ) আজকাল পরিবারগুলি বিশেষভাবে খ্রিস্টান পরিবারগুলির বহুমুখী সমস্যা আমাদের বিচলিত করে। নিজেদের বিশ্বাস অনুসারে তারা কি জীবন যাপন করে? তারা কি গির্জা প্রার্থনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে? তারা কি মণ্ডলীতে তাদের যে দায়িত্ব তা পালন করে? সন্তানদের বিশ্বাস ও নৈতিক গঠন দান করে; নাকি করতে পারছে? এইসব নানা প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে। প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন, সহভাগিতা ও সহমর্মিতা কম দেখা যায়। বাবা মায়ের মধ্যে ছেলে মেয়েরা আদর্শ খুঁজে পায় না। পরিবারে প্রবীণরা ও বিশেষ চাহিদা-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যত্ন পায় না।

(গ) পরিবারে ও সমাজে নারীদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও মূল্য দেওয়া হয় না; তাদের মতামতের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পরিবারে ও সমাজে তাদের ব্যাপক ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন নেতৃত্বের আসন বা পদ দেওয়া হয় না। মণ্ডলীতেও এর কোন ব্যতিক্রম নয়, তারা ধর্মীয় উপাসনা ও সেবা কাজে বেশি উপস্থিত থাকলেও মণ্ডলী পরিচালনা কাঠামোতে বেশি গুরুত্ব পায় না। মণ্ডলীর বিভিন্ন সংস্থায় একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। যুবক-যুবতীরা বর্তমানে খ্রিস্টবিশ্বাস ও নৈতিকতায় দুর্বল; তারা পরিবারে বা সমাজে আদর্শ খুঁজে পায় না, তাই তারা তাদের জীবনের জন্য এমন সব আদর্শ খুঁজে নেয় যা বা যাদের অনুসরণ করে তারা বিপথে ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায়। পরিবার ও সমাজের কল্যাণের জন্য এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

(ঘ) মানুষের লিঙ্গ নিয়েও অনেক রকম মতবাদ বিস্তৃতি পাচ্ছে। আমরা জানি যে ঈশ্বর সকলকেই ভালোবাসেন, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক বা অন্য কোন অরিয়েন্টেশনের মানুষ হোক। বর্তমানে বিশেষত: পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমকামিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন এল.জি.বি.টি. কিউ.আই. প্লাস (LGBTQI+) আন্দোলন দেখা যাচ্ছে। এটি যদি দেহ-মনস্তাত্তিক সমস্যা হয় তাহলে এই সমস্যার বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মণ্ডলীতে আমরা পথ চলি মঙ্গল সমাচার, ঐতিহ্য ও মণ্ডলীর শিক্ষামালা ও আইন দ্বারা, তাই এই আইনের বাইরে আমরা কিছু করতে পারব না ঠিক; কিন্তু এই অরিয়েন্টেশনের মানুষকে আমরা গ্রহণ করব না এমন নয়। মণ্ডলীতে আমরা তাদেরও সঙ্গে রাখতে পারি; তাদের কথাও শুনতে পারি। তবে যারা এই অরিয়েন্টেশনের মানুষ তারাও যেন আমাদের মণ্ডলীর সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে আর যেন অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন না করে।

(ঙ) যুবক-যুবতীদের বা তরুণদের গঠন দান ও সেবা মণ্ডলীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সমাজের যুবক-যুবতীরা যথেষ্ট শিক্ষা ও গঠন পাচ্ছে না। আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর পক্ষ থেকে ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ যুবক যুবতীদের গঠন দানের জন্য যথেষ্ট সময় দিলেও তা মনে হচ্ছে যথেষ্ট চৌকশ হচ্ছে না। আবার অনেক সমাজে ও ধর্মপল্লীতে সেই প্রচেষ্টা প্রায় নেই। এই কাজে জড়িত হতে হবে পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, সকলেরই। এই তরুণরাই আমাদের সমাজের নেতা-নেত্রী। আর তাই তাদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা ভবিষ্যতে এই সমাজ ও মণ্ডলীকে যোগ্য পরিচালনা দিতে পারে। তাদের জীবন গড়া, লেখা-পড়া, ভবিষ্যতে যে কাজ করবে তার নির্দেশনা, ইত্যাদি বিষয় পরামর্শ দিতে হবে।

(চ) ডিজিটাল প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানের একটি অভূতপূর্ব আশীর্বাদ। কিন্তু সেই ডিজিটাল প্রযুক্তি গণমাধ্যম, আকাশ-সংস্কৃতি আমাদের সমাজ, পরিবার ও মণ্ডলীর জন্য এক বিরাট হুমকি হয়ে আছে। কিভাবে এই ডিজিটাল টেকনোলজি আমাদের দেশ, সমাজ ও মণ্ডলীর উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা যায় তা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। এখন যে চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে, সেই বিপ্লবে আমাদের যুবক-যুবতীরা যেন পিছিয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ছ) আমাদের এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির উপর স্থাপিত। এখন যদিও সর্বক্ষেত্রেই যন্ত্রপাতি ও মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে, মনে রাখতে হবে যে যন্ত্রপাতি নয় বরং মানুষই হচ্ছে কর্মের আসল মূল্য। প্রয়োজনে আমরা যন্ত্র-পাতি অবশ্যই ব্যবহার করব, কিন্তু মানুষকে যেন অবমূল্যায়ন করা না হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন, শুধু কিছু মানুষের জন্য বা শুধু মালিক শ্রেণির জন্য নয়, বরং তা হতে হবে গোটা সমাজের জন্য।

(জ) পৃথিবীটা হচ্ছে আমাদের সকল জীব-জন্তু, পৃথিবীর সকল প্রাণীর আবাস ভূমি বা বসতবাটি। এই পৃথিবী ব্যবহারে যেন কোন মানুষই অপরিনামদর্শী না হয়। অপরিনামদর্শী ভোগবাদী আচরণের ফলে পৃথিবীর গাছ-পালা, বনবাদার ধ্বংস ও উজার হয়েছে, ভূগর্ভের সকল প্রকার খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে, ফসিল, তেল বা পেট্রোল-ডিজেল পুড়িয়ে, কলকারখানার ধূয়া ও বর্জ্য দিয়ে, ইত্যাদি বহুবিধ প্রকারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং 'ওজোন' স্তর ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। তার ফলে এখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উত্তর মেরুতে অবস্থিত পাহাড়ের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের জল বাড়িয়ে তুলছে। এর ফলে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ জলের নীচে তলিয়ে যেতে পারে। তার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। তাই আমাদের সকলকে এখনই দায়িত্বশীল হতে হবে। আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সবুজায়নের মধ্যদিয়ে কিছুটা হলেও এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

(ঝ) সেতুবন্ধন রচনা করা ও সংলাপ গড়ে তোলার মধ্যেমে আমরা আমাদের এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে সুন্দর করতে পারি। এখন দেখা যায় সামান্য কারণেই মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ হয়; দেশে দেশে যুদ্ধ বাঁধে। সেই জন্য আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সর্বদাই শান্তি স্থাপনের কথা বলেন। আমাদের সমাজে ও পরিবারে যেমন তেমনি অন্য ধর্মের ও সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষে মানুষে বা জাতিতে জাতিকে সেতুবন্ধন রচনা করতে পারি। আমরা যেন মানুষকে বিভক্ত করতে কাজ না করি বরং আমরা যেন মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মিলন স্থাপন করতে পারি সেই চেষ্টাই করা আবশ্যক।

৪র্থ ভাগ : আমাদের উপহার প্রদান - এশীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতা

পূর্বদেশীয় পণ্ডিতগণ যিশুকে বহু মূল্যবান উপহার দিয়েছেন; তারা দিয়েছেন স্বর্ণ, ধূপ ও গন্ধ নির্যাস *(মথি ২; ১১)*। আমরা যিশুকে কি দিতে পারি? তারা আনত হয়ে যিশুকে প্রণাম করেছেন। আমরাও গির্জাঘরে বা অন্যত্র পায়ের জুতা খুলি, আনত হই ও ভক্তি নিয়ে প্রণাম করি। এশিয়া হলো বহু সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মহাদেশ। এখানে দেশে দেশে রয়েছে বৈচিত্রময় জনগোষ্ঠি ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি। পৃথিবীর বড় বড় ধর্মগুলি সবই এশিয়া থেকে এসেছে। খ্রিস্টধর্ম এশিয়ার ধর্ম হলেও, পরবর্তীতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে ইউরোপে প্রতিষ্ঠা পায়। সেখান থেকে ইউরোপীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে মিশে মিশনারীদের মাধ্যমে আবার এশিয়ায় ফিরে আসে। আমরাও সেইভাবেই খ্রিস্টধর্ম লাভ করি। এখন আমরা খ্রিস্টধর্মকে এশীয়রূপ দিতে এক রকম গলদ-ঘর্মই হচ্ছি। স্থানীয়করণ ও সংস্কৃত্যায়নের মাধ্যমে আমাদের খ্রিস্টধর্মকে আমাদের দেশে 'দেহধারণ' করাতে হবে যেন আমাদের দেশের মানুষ খ্রিস্টানদের এ দেশীয় হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

ধ্যান ও মৌনতা এশিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য। দরিদ্রতার মধ্যেও মৌন থাকা ও মানিয়ে চলার চেষ্টা এশিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য। প্রবল প্রতিকূলতায়ও অটল থাকার ক্ষমতা আছে এশিয়ার মানুষের। সেইজন্য এশিয়ায় অনেক সন্ন্যাসী ও সাধুরা বিভিন্নভাবে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাধনা করেছে, বিভিন্ন স্থানে আশ্রম ও মঠ গড়েছে। মানুষদের ধ্যান সাধনা করতে শিক্ষা দিয়েছে।

এশিয়ায় খ্রিস্টধর্মের মানুষের সংখ্যা খুবই কম। মাত্র ফিলিপিন্স আর ইষ্ট তিমুর ছাড়া এশিয়ার সব দেশেই খ্রিস্টধর্মের মানুষ নগণ্য। তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ এশীয় দেশেই মানুষ অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল। তারা বিভিন্ন ধর্মের

হলেও পরস্পরের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে আসছে। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর "ফ্রাতেল্লী তুত্তি" নামক পত্রে সকল মানুষকে পরস্পরের ভাইবোন হিসাবে জীবন যাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশসহ এশিয়ার অনেক দেশেই এটি একটি সাধারণ বিষয়। এশিয়ায় আর বিশেষ করে বাংলাদেশে সহাবস্থানের এই বৈশিষ্ট্যটি আরও টেকসই ও স্থায়ী করার প্রচেষ্টা নিতে পারি।

'খ্রিস্ট ধর্মের বাইরে কোন পরিত্রাণ নেই' এমন ঐশতত্ত্ব আমরা আর মানি না। বরং আমরা স্বীকার করি যে, অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও পরিত্রাণের উপায় রয়েছে। তবে খ্রিস্টধর্মের মধ্যে যিশুখ্রিস্ট, যিনি ঈশ্বরপুত্র, তিনি মানুষ হয়েছেন যেন আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সন্তান হতে পারি। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও পরম দয়ালু; তাই অন্যান্য ধর্মেও যদি ধার্মিক মানুষ থাকে, তারা যদি ঈশ্বরকে হৃদয় দিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা করে ও মানুষকে নিজের মত ভালোবাসে তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাদের পরিত্রাণ দিবেন (প্রভু যিশু)।

মিশনারীদের দ্বারা প্রচারিত খ্রিস্টধর্ম ইউরোপীয় পোশাকে আমাদের কাছে আনা হয়েছে। এখন কিন্তু সময় এসেছে যেন আমরা আমাদের খ্রিস্টধর্মকে এশীয়, বিশেষভাবে বাংলাদেশে, আমাদের নিজস্ব পোশাক পড়াতে পারি। দেশীয়করণ বা সংস্কৃত্যায়নের মাধ্যমে আমরা আমাদের উপাসনা ও আমাদের আচার আচরণ এদেশীয় রূপ দিতে পারি। তবে কাথলিক মণ্ডলীর শুদ্ধতা, একতা ও শৃঙ্খলা যেন অটুট থাকে তার চেষ্টাও আমাদের করতে হবে।

৫ম ভাগ : নতুন পথের আরম্ভ - অন্য পথে ফিরে যাওয়া

"পরে তারা স্বপ্নে আদেশ পেলেন, হেরোদের কাছে যেন তাঁরা আর ফিরে না যান। তাই তাঁরা অন্য পথ ধরেই নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন" *(মথি ২:১২)*। প্রাচ্যদেশের পণ্ডিতগণ যখন প্রথম জেরুশালেমে এসেছিলেন, তাঁরা নবজাত রাজা অর্থাৎ যিশুর খবর নিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ইহুদীদের নবজাত রাজা কোথায় জন্মেছেন? আমরা তাঁর তারাটি উদিত হতে দেখেছি এবং তাঁকে প্রণাম করতে এসেছি" *(মথি ২:২)*। এশিয়ার বিশপগণ এফ.এ.বি.সি.-এর ৫০ বছরের জুবিলীতে এসে একইভাবে অনুসন্ধান করছেন, "যিশু কোথায় জন্ম নিয়েছেন? আমরা তাঁকে প্রণাম জানাতে এসেছি!

(ক) আর বিদেশী ভাষায় ও অভিব্যক্তিতে নয়, বরং দেশীয় সংস্কৃতিতে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করা হবে আমাদের নতুন পথ।

(খ) ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় মণ্ডলী থেকে মৌলিক মানব সমাজ - সকলের অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত থাকে।

(গ) শুধু সংলাপ নয়, বরং সিনোডাল পদ্ধতি - মিলন, অংশগ্রহণ, ও প্রেরণ ।

(ঘ) ঘোষণা দিয়ে নয়, গল্প বলার ধরণে - যিশুর কথা প্রচার করা।

(ঙ) গতানুগতিক পালকীয় কাজ নয় বরং নতুন পালকীয় অগ্রাধিকার নির্নয় করা ও কাজ করা।

উপসংহার:

এশীয়দের কাছে সব কিছু হওয়ার জন্য আত্মনিয়োগ ও ত্যাগস্বীকারের পথ ধরতে হবে। যিশুর শিষ্য হওয়ার বিষয় সাধু পল যেমন করিন্থীয়দের বলেছেন, "দুর্বলদের কাছে আমি তো দুর্বলই হয়েছি, যেন দুর্বলদের আমি জিতে নিতে পারি" *(করি ৯: ২২)*। এই কথা আমাদের জন্য প্রণিধানযোগ্য। এশীয় মণ্ডলী খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী, ক্ষমতাদায়ী ও জীবনদানকারী মঙ্গলসমাচার এখানকার মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারবে শুধু যদি প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতদের মত সে তার উপহার দান ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরতে পারে। ধন্যা মা মারীয়ার কাছে আমাদের এশীয় মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করি যেন তিনি এই মণ্ডলীকে রক্ষা করেন॥

উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, রেজিস্ট্রেশন নং- ৬৬/০৩,
মোবাইল : ০১৭১৭১৫৩১২৩, ০১৬৩১-৮৪৪৮৭৪, E-mail: ucbssltd@gmail.com, ucbss_ltd@yahoo.com

২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলন-মেলার বিজ্ঞপ্তি

(১লা জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ হতে ৩০শে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ) সূত্র নং: উ.খ্রী.ব.স.স.লি:-এস : ২০২৩-২৪/১৮

তারিখ : ২ রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ

এতদ্বারা উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যা, তাদের পরিবার-পরিজন ও ঢাকায় অবস্থানরত উত্তরবঙ্গের সকল খ্রিস্টভক্তদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ- শুক্রবার, সকাল ৯টা হতে সারাদিনব্যাপী** তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-তে সমিতির **২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা** ও **মিলন-মেলা ২০২৩** এর আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দিনের প্রথমভাগে বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিকালে মিলন-মেলা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন ফি জনপ্রতি ১০০/- টাকা।
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা ও মিলন-মেলায় সমিতির সকল সদস্যগণকে এবং ঢাকায় অবস্থানরত উত্তরবঙ্গের সকল খ্রিস্টভক্তদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোচ্যসূচী : সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়সমূহ।

মিলন-মেলার কর্মসূচী : শুভেচ্ছা বক্তব্য, ছাত্র-বৃত্তি কার্যক্রম উদ্বোধন, সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

পিউস ছেড়াও
সেক্রেটারি, উঃখ্রীঃবঃসঃসঃলিঃ

তার্সিসিউস পালমা
চেয়ারম্যান, উঃখ্রীঃবঃসঃসঃলিঃ

অনুলিপি : ১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা, ২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা, ৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড, ৪। সমিতির অফিস ফাইল

বিশেষ ঘোষণা :

১। সকলের জন্য দুপুরের আহার এবং বিকালে নাস্তার ব্যবস্থা থাকবে।, ২। সকলকে প্রোগ্রাম দিনের আগেই সমিতির ফার্মগেট বা নন্দা অফিসে বা নিকটস্থ সমিতির প্রতিনিধির নিকট রেজিস্ট্রেশন করে কুপন সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

১. সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্যের সমিতিতে শেয়ার বা সদস্য সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
২. সকাল ৯ টার মধ্যে সভার উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে স্ব স্ব খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
৩. সকাল ১০ টার মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সদস্যদের মধ্যেই কেবলমাত্র কোরাম পূর্তি লটারি ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞ/২৭৯/২৩

পবিত্র ক্রুশের মাহাত্ম্য ও চেতনা

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

পবিত্র ক্রুশ হল পাপের উপর খ্রিস্টের বিজয়ের চিহ্ন। Cross is the symbol of God's love for us expressed by the self-sacrificing death of Jesus, his Incarnate Son. পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ক্রুশ গর্ব ও গৌরবের বিষয়। মানব জাতির পরিত্রাণ ক্রুশ বৃক্ষেই সাধিত হয়েছে। বহু আলোচিত ও আলোড়িত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে পবিত্র ক্রুশ। ক্রুশ না থাকলে সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টও থাকতেন না। ক্রুশ না থাকলে সেই জীবনও কাষ্ঠে বিদ্ধ হতো না। সেই জীবনকে যদি কাষ্ঠ বিদ্ধ না করা হত, তাহলে তাঁর পাশ থেকে রক্ত ও জল তথা জগৎকে পবিত্র করে সেই অমরত্বের উৎসধারাও নির্গত হত না।

পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পালন করতে কেন আমরা অনুপ্রাণিত হই? 'ক্রুশে আমার জীবন প্রাণ- ক্রুশে আমার পরিত্রাণ। পবিত্র ক্রুশ খ্রিস্টানদের পরিচয়।' এই সত্যটি আমাদের জীবনে কতটুকু সম্পৃক্ত? ক্রুশ কেন বিজয়ের প্রতীক? ক্রুশ কেন আমাদের জীবনের প্রেরণা ও প্রত্যাশা? What does the cross signify to you? পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব আমাদের জীবনে রেখাপাত করছে কিনা -এই আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠি।

যিশুর ক্রুশ আবিষ্কার ঃ

প্রায় ৩ শত বৎসর ধরে খ্রিস্টধর্মের উপর অনেক অত্যাচার করা হয়েছে। সম্রাট কনস্টান্টাইন মণ্ডলীর স্বাধীনতা দান করার পর ভক্তগণ দলে দলে প্যালেস্টাইনের তীর্থগুলি দর্শন করে জীবনের আশা সার্থক করতে লাগলেন। According to legend it began with the miraculous discovery of the True Cross by Helena, mother of the Emperor Constantine, on 14 September 326 while she was on a pilgrimage to Jerusalem. সাধ্বী হেলেন ছিলেন সম্রাটের জননী। প্যালেস্টাইনে গিয়ে তার হৃদয় শোকে অভিভূত হল। হেলেন এই তীর্থস্থানগুলির সংস্কার করতে ব্রতী হলেন। তিনি জানতে পারলেন যিশুর ক্রুশ কাষ্ঠটি সেই কালভেরী পাহাড়ের কোন একটি স্থানে প্রোথিত আছে। সেই মহার্ঘ্য দ্রব্য বাহির না করা পর্যন্ত তিনি শান্তি পাবেন না। ক্রুশ আবিষ্কারের কাজ আরম্ভ হল। অনেক জায়গা খোঁজার পর বহু চেষ্টায় একটি জায়গায় ৩টি ক্রুশ কাষ্ঠ পাওয়া গেল। কোনটি যিশুর ক্রুশ তা কিরূপে জানা যাবে?

জেরুসালেমের বিশপ মাকেরিউস একটি উপায় অবলম্বন করলেন। সেই সময় একজন দরিদ্র্য স্ত্রীলোক খুব কঠিন রোগে ভুগছিল। কথিত আছে যে, বিশপ ঐ ক্রুশ ৩টি তাকে স্পর্শ করাতে নিয়ে গেলেন। ১ম ও ২য় ক্রুশটি দ্বারা কোনও উপকার পাওয়া গেল না। কিন্তু ৩য় ক্রুশটি ঐ স্ত্রীলোককে স্পর্শ করা মাত্র সে অত্যাশ্চার্যভাবে আরোগ্য লাভ করল। তখন সাধ্বী হেলেন যেখানে ঐ ক্রুশটি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেখানে একটি সুন্দর গির্জা তৈরী করালেন। ঐ গির্জায় একটি রূপার পাত্রে ক্রুশটির প্রধান অংশ রাখা হল। অবশিষ্ট অংশ তিনি তার পুত্র কনস্টান্টাইনকে উপহার দিলেন। কালক্রমে পোপগণ ক্রুশের কাষ্ঠটি ছোট ছোট টুকরো করে পৃথিবীর প্রধান গির্জাগুলিতে বিতরণ করলেন।

পবিত্র ক্রুশ ধারণ

একাদশ শতাব্দি পর্যন্ত প্যালেস্টাইন দেশটি ইসলামের অধীন হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টীয় ধর্মক্ষেত্রগুলি মোটামুটি নিরাপদ ছিল। তবে ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে তুর্কী জাতির সেলজুকগণ জেরুসালেম অধিকার করল। এই নতুন মুসলিম শাসকগণ এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করলেন যা পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলিতে খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। প্রাচ্য মণ্ডলীর অন্তর্গত প্যালেস্টাইনের খ্রিস্টভক্তদের বিপদজনক অবস্থা দেখে পশ্চিমাঞ্চলের খ্রিস্টভক্তগণ গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগলেন। এই সমস্ত কারণে পবিত্র ভুমি প্যালেস্টাইনকে অত্যাচার হতে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল। সেই যুদ্ধ ক্রুসেড নামে অভিহিত। ক্রুশ শব্দ হতে ক্রুসেড নামটি হয়েছে। যোদ্ধাদের অস্ত্রে এবং যন্ত্রে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত থাকত। ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৮ বার ধর্মযুদ্ধ হয়। ক্রুসেড ধর্মযুদ্ধের যাত্রার প্রাক্কালে পবিত্র ক্রুশ যারা ধারণ করত তাদেরকে পোপ মহোদয় (পোপ ২য় উর্বান, ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ) পূর্ণ দণ্ডমোচন প্রদান করেন।

ক্রুশের মাহাত্ম্য ও চেতনা

জেরুসালেমে যে পাহাড়ে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন এবং যে পাহাড়ের গায়ে কবরস্থানে তাঁর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল, সেই দুটি পাহাড়ের উপর চতুর্থ শতাব্দীতে নব খ্রিস্টান সম্রাট কনস্তান্তাইন 'পুণ্যতম সমাধি মন্দির' নামে একটি সুবিশাল গির্জা গড়ে তোলেন। যে-দিনে এই মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই তিথিতে 'পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব' পালন করা হয়। ক্রুশটি হলো প্রভু যিশুর সিংহাসন: সেই ক্রুশেই দাঁড়িয়ে যিশু পাপশক্তিকে জয় করেন; সেই ক্রুশেই উত্তলিত হয়ে তিনি সকল পাপী মানুষকে তাঁর বুকে টেনে আনেন। সেই- ক্রুশেই আত্মোৎসর্গ করে তিনি পরম পিতার অসীম ভালোবাসার পরিচয় ব্যক্ত করেন। যিশুর পবিত্র রক্তে সিঞ্চিত ক্রুশটি কত না মহীয়ান। পুণ্য শুক্রবার পবিত্র ক্রুশের অর্চনা করা হয়। বন্দনায় বলি : 'এই দেখ সেই ক্রুশ! এই ক্রুশের উপরেই মুক্তিদাতা প্রাণ দিয়েছেন। এসো আমরা এই পবিত্র ক্রুশের আরাধনা করি'।

পবিত্র ক্রুশের গুরুত্ব আমরা অনুভব করি পবিত্র শাস্ত্র থেকে : "মোশী যেমন মরুভূমিতে সেই সর্পমূর্তি উচ্চে তুলে রেখেছিলেন, তেমনি এই মানবপুত্রকেও একদিন উচ্চে তোলা হবেই, যাতে যারা তাকে বিশ্বাস করে, তারা সকলেই যেন শাশ্বত জীবন লাভ করে" (*যোহন ৩:১৪-১৭*), *দ্রঃ গণনা ২১:৪-৯*, *ফিলিপ্পীয় ২:৬-১১*। গণনা পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে, সাপের কামড়ে পাপী ইস্রায়েলীয়রা শাস্তি পাচ্ছিল ও মরে যাচ্ছিল। কিন্তু যারা মন পরিবর্তন করেছে ও ক্ষমা চেয়েছে তারা সাপের মূর্তির দিকে তাকিয়ে বেঁচে গেছে। যিশুকে ক্রুশে ঝুলতে হলো। ক্রুশে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড ছিল তৎকালে লজ্জাজনক মৃত্যু। যিশু ক্রুশের লজ্জাকে পরিণত করেছেন গৌরবে। ক্রুশ আমাদের পরিত্রাণের চিহ্ন। বিশ্বাস নিয়ে যদি যিশুর ক্রুশের দিকে তাকাই তবে আমরা রক্ষা পাব ও সুস্থ হব। গলায় ক্রুশ, ঘরে ক্রুশ, গির্জায় চ্যাপেলে ক্রুশ,

স্কুলে ক্রুশ, কবরস্থানে, বেদীতে, গাড়ীতে, সভাকক্ষে, হোস্টেলে, রুমে, খানাঘরে বিভিন্ন স্থানে ক্রুশ আর ক্রুশ। ভোরে ঘুম থেকে উঠে, রাতে শোবার সময়, প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের শুরু ও শেষে। সভা মিটিং কর্মশালার আগে ও পরে, গাড়ী চালানোর আগে, কোন নির্মাণ কাজ শুরু করার আগে। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আমরা ক্রুশচিহ্ন করি। শ্রদ্ধাভজনগণ ক্রুশচিহ্ন একে দিয়ে স্নেহভাজনদের আশীর্বাদ করেন। সমাধিস্থানে পুরোহিত মৃতদেহের উপর ক্রুশের চিহ্ন করেন। যুব সম্মেলনের সময়ে ক্রুশ নিয়ে ধ্যান ও শোভাযাত্রা করা হয়।

ঈশ্বর ও মানুষে (Vertical) এবং মানুষ ও মানুষের (Horizontal) ভালোবাসার মিলন হলো + ক্রুশ। ক্রুশের দুইটা অংশ রয়েছে একটি লম্বালম্বি অপরটি পাশাপাশি। লম্বালম্বি মানে ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বা আমার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক। পাশাপাশিটার মানে প্রতিবেশির সাথে আমার সম্পর্ক। এসো ভাই, এসো বোন, একে অন্যের পাশে দাঁড়াই।

মানুষ ও মানুষের (Horizontal) ভালোবাসার মিলন হলো + ক্রুশ। মানুষে মানুষে মিলন মানে প্রান্তিক/পিছিয়ে পড়া, বাস্তুচ্যূত ও ক্ষুদ্র- নৃত্বাত্তিক জনগোষ্ঠির সাথে পথ চলা। প্রতিবেশির সাথে আমার সম্পর্ক যত ভাল হবে ঈশ্বরের সাথে আমার সম্পর্ক তত ভাল হবে। "তোমাকে ভালোবাসা যায় না কভু যদি আগে মানুষকে ভালোবাসতে না পারি"। (*দ্র: ১ম যোহন ৪:২০*)। আমার পাশের মানুষ কি আমার কাছের মানুষ। আমি কি কথা ও আচরণের ছুরি দিয়ে ভাই বোনদের আহত করি? লোকেরা কি আমাদের জীবনে ক্রুশবিদ্ধ খ্রিস্টের ছাপ প্রভাব দেখতে পায়?

ক্রুশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি : বর্তমান জগতের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত

পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পালন আমাদের অনুপ্রাণিত করে অপরের কষ্ট ভোগ করতে ও ক্রুশময় জীবন যাপন করতে। '**ক্রুশ কাঁধে জীবন পথে আমিও প্রভু যাব সাথে** ' বিভিন্ন ধরনের অসহায় মানুষের কথা ভেবে আমরা কি দারুণ কষ্ট অনুভব করি? পাচারকারী নারীদের পালকীয় যত্নের বিষয়ে পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন : পাচারকারীদের খপ্পরে- পড়া বিভিন্ন ধরনের অসহায় মানুষের কথা মনে হলে আমি সব সময় দারুণ কষ্ট অনুভব করি। ক্রুশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কষ্টভোগী সেবক যিশুর সাথে একাত্ব হতে। নিজেকে রিক্ত করে ক্রুশে ঝুলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

আমরা কী গরীব, বিধবা, শিশুদের ও অসুস্থদের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ সেবা দেই? অপরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করি? দীনতম ভাইবোনদের হৃদয়ে অন্তরে ও মনে বহন করি? ক্রুশ দাবী করে হৃদয় বিদীর্ণ, ত্যাগ তিতিক্ষা ও আত্মদান, নিজেকে রিক্ত করতে ও জীবন বিসর্জন দিতে। The Cross demands sacrifice, *a self-emptying nature, a complete commitment...(Phil 2: 6-11)*

উপসংহার

ক্রুশ-ই আমাদের পরিচয়, জীবন বাস্তবতা। 'কেউ যদি আমার অনুগমী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক ' (*মথি ১৬:২৪*)। ক্রুশ-ই আমার জয়নিশান ক্রুশে আমি শক্তিমান। ক্রুশীয় মুকুট শোভায় আমাদের হৃদয় আত্মা শোভিত। আমাদের কণ্ঠে সর্বদাই অনুরণিত হোক একই সুর - 'প্রভু, তোমার ক্রুশ আছে বলেই আছ তুমি হৃদয় জুড়ে, স্বত্তায় দিবানিশি আমার জীবনে মিশে, তোমার ক্রুশ আছে বলেই। আমি যখন স্বার্থে অন্ধ ভুলে যাই ক্রুশ তোমার, হৃদয় নিভৃতে দাও সুমতি প্রভু, তুমি আমার। ফিরে আসি যেন সুপথে আবার, তোমার ক্রুশ আছে বলেই জানি আমরা প্রভু, নই নিঃসঙ্গ, তোমার ক্রুশ আছে বলেই '।

প্রার্থনা :

হে কৃপানিধান, আমরা এখন তোমাকে অনুনয় করি: যারা বিশ্বাস-উজ্জ্বল চোখে ক্রুশ-মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখে, তারা যেন দেহ-মনের সমস্ত ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে, তারা মৃত্যুকে জয় করে যেন শাশ্বত জীবন লাভ করে৷ ৯

শ্যামল গ্যাসপার স্মরণে

ইউজিন শ্যামল গমেজ (গ্যাসপার)
জন্ম: ২৭ আক্টোবর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

ঈশ্বরের ইচ্ছা
আল্লাহ্ বলো ঈশ্বর বলো,
বলো ভগবান।
সবার মাঝে আছেন তিনি
আমরা সব মানুষ যে
তাঁর কাছে সমান।।

দুনিয়ায় আছে যত ভেদাভেদ,
আরো আছে- রে ভাই ঘৃণা,
এ সব সঠিক কিনা?

ঈশ্বর দিছেন জান আমারে
ঈশ্বর দিয়েছেন প্রাণ,
একদিন ঈশ্বর নিয়ে যাবেন
সব হবে খান খান।।

তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজ সেবক, দেশপ্রেমিক, শিক্ষানুরাগী, নাট্যকার ও লেখক, ধর্মানুরাগী ও ভালোবাসার মানুষ।
দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর পেরিয়ে গেল, আজ ও মনে হয় তুমি আছো আমাদের মাঝে। তোমার কাজের মধ্যে তোমাকে খুঁজে পাই, তোমার পরিবারের মাঝে। তাই বিশ্বাস করি তুমি ছিলে তুমি আছ তুমি থাকবে। তুমি স্বর্গ থেকে তোমার পরিবারকে আশীর্বাদ কর, তারা যেন তোমার মত আদর্শ প্রার্থনাপূর্ণ উদার মনের মানুষ হতে পারে।
পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

স্বর্গীয় মি: ইউজিন শ্যামল গমেজ এর শোকার্ত পরিবার

স্ত্রী : পূর্ণিমা গমেজ
ছেলে : অভিষেক গমেজ ছেলে বউ : চৈতি গমেজ
মেয়ে : সেবা ডি,কস্তা মেয়ে জামাই : জুয়েল ডি, কস্তা
নাতি: অর্ক ডি, কস্তা ও ঋত্তিক গমেজ
নাতিন : অর্পা ডি, কস্তা ও রোজ গমেজ
দিদি সিস্টার পলিন গমেজ, সিএসসি

বিপ্র/২৮০/২৩

ভবিষ্যৎ স্বপ্ন নিয়ে কথোপকথন

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

একটি স্বচ্ছল খ্রিস্টান পরিবার। তিন ছেলে ও দুইমেয়ে নিয়ে সংসার। সব সন্তানই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে আলোচনা হয়। প্রারম্ভেই সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা ও জপমালা পরবর্তীতে আলোচনা শুরু হয়। সহভাগিতার বিষয় দু'টি। প্রথমতঃ পরিবারে কার কি ভূমিকা বা করণীয় এ বিষয়ে এবং দ্বিতীয়ত: ভবিষ্যতে কে কী হতে চায় বা কার কী স্বপ্ন সে সংক্রান্ত আলোকপাত। পরিবারে প্রত্যেক সন্তানের কম-বেশি ভূমিকা রয়েছে। মা-বাবা সেচ্ছায় সেসব ভূমিকা নিয়ে বারংবার ছেলে-মেয়েদের সাথে সহভাগিতা করতে খুবই আন্তরিক ও দৃঢ় প্রত্যয়ী। যার ফলে কাজের প্রতি তাদের যেমন আগ্রহ বৃদ্ধি পায় আবার বছরান্তে তাদের মধ্যে ভালোবাসার কারণে কাজে উৎসাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারাও উপলব্ধি করতে পারছে যে, পরিবারে তারা প্রত্যেকেই সক্রিয় সদস্য। সংসারে কত কাজই না মাকে সামাল দিতে হয়। এর কিছু অংশ ছেলে-মেয়েদের মাঝে বন্টন করে মায়ের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। আর এ কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভবিষ্যৎ পেশা নির্বাচনে, নেতৃত্ব প্রদানে, উদ্যোগ গ্রহণে এবং জীবনে সফলতা লাভে সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পরিবারে কাজ কর্ম হতে পারে:

প্রার্থনা পরিচালনা পালাক্রমে

মেয়েরা পানি তোলা, থালাবাসন পরিষ্কার করা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় ধোয়া, মাকে রান্নার কাজে সাহায্য করা, ঘর পরিপাটি রাখাসহ নানাবিধ কাজ।

ছেলেরা লাকড়ি সংগ্রহ, গরু-ছাগল পরিচর্যা, বাবাকে বাজারের কাজে সাহায্য করা, ছোট ভাই-বোনদের যত্ন নেওয়া। এভাবে পরিবারে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। প্রশংসা প্রাপ্তি ও দায়িত্বে নিয়োজিত হতে পেরে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে জাগরিত হয় বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান করা এবং পরিবারের বোঝা না হয়ে আলোকিত ও অলংকার স্বরূপ হয়ে ওঠে মা-বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হয়। মার্টিন লুথার কিং বলেছেন, "যার জীবনে কোন স্বপ্ন ও পরিকল্পনা নেই, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।" স্বপ্ন যত ছোট বা বড় হোক এ স্বপ্নই একদিন বাস্তবে রূপ নিবে। ইচ্ছা ও অধিক আগ্রহ থাকলেই সফলতা অর্জন সম্ভব। শিকড় থেকে শিখরে অবতীর্ণ হতে হলে স্থির সিদ্ধান্ত, একাগ্রতা, অধ্যবসায় অনুশীলনের গুরুত্ব অত্যধিক। অতএব, বদলে যাওয়া ও বদলে দেয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ জন্যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করতে হবে এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে অনাগত ভবিষ্যৎ নিজের মধ্যে রচনা করতে হবে॥

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

নিলুফা জেকলিন বাস্কে

হে মা মারীয়া

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

অক্টোবর মাসে মাকে ভালোবেসে
সকলে মিলে করি জপমালা প্রার্থনা।
মাকে যতবেশি ডাকি
ততই ভাল থাকি পরিবারের সকলকে নিয়ে।
সকাল সন্ধ্যা জপমালা প্রার্থনা করে যারা
মায়ের কৃপা পায় তারা।
মা মা বলে ডাকি যখন
মা কাছে আসে তখন
মায়ের হৃদয়ে স্থান পাই তখন।
যত বেশি জপো মায়ের মালা
ততো বেশি পাবে মায়ের দেখা।
মা, তোমার স্নেহ ভালোবাসা ও আরাধনা
শেখাও তোমার সন্তানদের।
বিপদের দিনে মালা প্রার্থনা করে
অনেকে পেয়েছে জীবন রক্ষা।
অক্টোবর মাসে শেষবারের মত দেখা দিলে
তোমার প্রিয় তিন সন্তানকে লূর্দ নগরীতে,
আর বলেছিলে সবার জন্য প্রার্থনা করতে।
তাইতো মা অক্টোবর মাসে মালা প্রার্থনা করে
কাটাই সময় তোমার নামে।
মা আমরা তোমার অযোগ্য সন্তান
তাইতো মা প্রার্থনায় ডাকি
তোমায় সারাক্ষণ।
জাসিন্তা, লুসি ও বার্ণাডেটকে
বলেছিলে প্রার্থনা করতে
তাইতো আমরা অক্টোবরে তোমায় ডাকি
সারা মাস ধরে।
তুমি যে আমাদের সবার মা
তোমায় আমরা ভালোবাসি।

এফএবিসি ও বাংলাদেশ মণ্ডলী: একত্রে যাত্রা
সিবিসিবি আয়োজিত সেমিনার

ফাদার তুষার জেমস গমেজ □ বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) এবং এশিয়ার বিশপ সম্মিলনী (এফএবিসি) উভয় প্রতিষ্ঠানই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করেছে। স্বাধীন বাংলায় সিবিসিবির যাত্রা শুরু করে এর সুবর্ণ জয়ন্তীর মহাসন্ধিক্ষণ উদ্‌যাপন করেছে। আবার একইভাবে এফএবিসিও এর ঘটনাবহুল পথপরিক্রমায় পঞ্চাশ বছরের ধাপে পদার্পণ করেছে আর মাসব্যাপী এক মহাসম্মেলনের মধ্যদিয়ে তা উদ্‌যাপন করেছে ও উজ্জীবিত হয়েছে। তাই দেখা যায়, এই দুটি প্রতিষ্ঠানই প্রায় কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়ে নিজেদের পথে এগিয়ে গেছে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ ও আদান-প্রদান অক্ষুণ্ন রেখেছে। তবে বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এফএবিসিসম্পর্কে সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ আর সেইসাথে ধর্মব্রতীগণও খুব বেশি অবগত নন। সিনডীয় মণ্ডলীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলী যেন এশিয়ার মণ্ডলীসমূহের সঙ্গেও একইপথে যাত্রা করে সহযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং এফএবিসি ও এশীয় ভাবধারা যেন আরো হৃদয়ঙ্গম করতে পারে আর এর মধ্যদিয়ে এশিয়ার মণ্ডলীর সাথে "এক নতুন পথের" সন্ধান পেতে পারে সেই উদ্দেশে সিবিসিবি একটি সেমিনার আয়োজন করে। ১৮ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাস্থ সিবিসিবি সেন্টারে আয়োজিত জাতীয় এই সেমিনারের মূলভাব ছিল: "এফএবিসি ও বাংলাদেশ মণ্ডলী: একত্রে যাত্রা"।

এই সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সিবিসিবির সকল বিশপ, মেজর সুপিরিয়রদের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ থেকে পাঁচজন প্রতিনিধিসহ যাজক- সন্যাসব্রতী, খ্রিস্টভক্তদের প্রতিনিধিবৃন্দ। সেমিনারের উদ্দেশ্য ছিল এফএবিসির ভিশন, মিশন, কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া এবং এফএবিসির সঙ্গে বাংলাদেশ মণ্ডলীর একসাথে পথ চলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ তুলে ধরা। আর এর ফলশ্রুতি হিসেবে আগামী দিনের বাস্তবতায় এফএবিসি ও বাংলাদেশ মণ্ডলীর একসাথে পথ চলার এক নতুন পথের সন্ধান করা।

সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখের সিবিসিবির সেক্রেটারী জেনারেল বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি। তিনি এই সেমিনার আয়োজনের পটভূমি, বিশপদের ভাবনা, উদ্যোগ ও উদ্দেশের বিষয়ে সকলকে অবগত করেন এবং আহ্বান জানান এর মধ্য দিয়ে যেন আমরা সবাই আরও সচেতন ও সক্রিয়ভাবে এশীয় ভাবধারায় এবং এশিয়ার মণ্ডলীসমূহের সঙ্গে একত্রে যাত্রা করতে পারি।

সেমিনারের প্রথম অধিবেশন উপস্থাপন করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। তিনি এফএবিসির ভিশন, মিশন কাঠামো এবং সেইসাথে এযাবৎ অনুষ্ঠিত এফএবিসির ১১টি প্ল্যানারী এসেম্বলী মূলবিষয় ও তথ্য উপস্থাপন করেন। এই প্ল্যানারী এসেম্বলীগুলো হলো এশিয়া মহাদেশের বাস্তবতার আলোকে এশিয়ার বিশপগণের একত্রে যুগোপযোগী অনুচিন্তন ও এশিয়ার মণ্ডলীসমূহরে জন্য অনুপ্রেরণামূলক দিক নির্দেশণা।

এই সেমিনারের দ্বিতীয় অংশের মূল উপস্থাপনা করেন সিবিসিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তার উপস্থাপনার বিষয় ছিল এফএবিসি ৫০ এর চুড়ান্ত ডকুমেন্টের উপস্থাপনা। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্বজনীন মণ্ডলীর সঙ্গে সিনডীয় যাত্রায় বাংলাদেশ মণ্ডলীও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। স্থানীয় মণ্ডলীর সর্বস্তরের সব জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে, বিশেষভাবে যারা সচরাচর মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এমনকি যারা মণ্ডলী-বিচ্যুত বা মণ্ডলীর বাইরে অবস্থান করছেন তাদের সঙ্গেও মণ্ডলী সংলাপ করেছে; তাদের কথা বিশেষ মনযোগের সঙ্গে শুনেছে। সিনড-আহূত এই শ্রবণ প্রকৃয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন করে বাংলাদেশ মণ্ডলী এর নিজের অবস্থা ও জনগণের আশা-আনন্দ, দুঃখ-হতাশা ও প্রত্যাশার একটি চিত্র লাভ করেছে। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী থেকে একটি জাতীয় রিপোর্ট সিনড দপ্তরে এবং এফএবিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এশিয়ার মণ্ডলীসমূহ থেকে প্রাপ্ত কনফারেন্স রিপোর্টের আলোকে এফএবিসি একটি এশীয় রিপোর্ট তৈরী করেছে। এফএবিসি ৫০ শিরোনামের এই সাধারণ কনফারেন্স পরবর্তী সময়ে যে ডকুমেন্ট প্রকাশ করে তা ব্যাংকক ডকুমেন্ট নামে পরিচিত যার মূল বিষয় হলো "এশিয়ার জনগণ হিসেবে একসাথে পথ চলা"। পবিত্র শাস্ত্রের যে মূল ভাবটি গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো: "তারা একটি ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে গেলেন" *(মথি ২:১২)*।

পবিত্র বাইবেলে তিন পণ্ডিতদের নতুন পথে চলার বিষয়টিকে অনুপ্রেরণা হিসেবে ধারণ করে এফএবিসি এশিয়ার মণ্ডলীর আগামী দিনের পথ চলার একটি রূপরেখা তৈরি করেছে। বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন যে, আমাদেরও একসাথে যাত্রার প্রয়োজন রয়েছে যা আসে উর্ধ্বলোক থেকে; সেই তারাটি হলো আমাদের জন্য পবিত্র আত্মার আলো ও পরিচালনা। আমাদের নিজেদেরও নানান উপহার রয়েছে যা আমরা যিশুকে ও মণ্ডলীকে দান করতে পারি। আমাদের সেই উপহারগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

সেমিনারে এই দুই উপস্থাপনার আলোকে মুক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে এফএবিসির ভাবধারা আরো সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বিকেলের অধিবেশনে ছিল দলীয় আলোচনা যার বিষয়বস্তুগুলো ছিল: ক) খ্রিস্টমণ্ডলী সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা ও প্রকৃত এশিয় ও স্থানীয় মণ্ডলী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় বিষয়সমূহ; খ) এফএবিসি এর শিক্ষার আলোকে নিজ নিজ এলাকায় মঙ্গলবাণী প্রচারধর্মী মণ্ডলী হওয়ার জন্য আমাদের (যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, খ্রিস্টভক্ত) করণীয়; গ) এশিয় মণ্ডলীর সঙ্গে একসাথে যাত্রা করতে গিয়ে আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলীকে সিনড বিশিষ্ট করতে কোন্ কোন্ চ্যালেঞ্জ বা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং ঘ) পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের অনুসরণ করে বাংলাদেশের মণ্ডলী যিশুকে কি কি উপহার প্রদান করতে পারে? আর কোন কোন নতুন পথ অবলম্বন করতে পারে?

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। তার আলোকে প্ল্যানারী সেশনে বিশপগণ গুরুত্ব আরোপ করেন যেন আমরা মণ্ডলীর এই বিশেষ যুগসন্ধিক্ষনে খ্রিস্ট-স্থাপিত মণ্ডলী ও আমাদের স্থানীয় মণ্ডলী সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি এবং আমরাও সত্যিকারের মণ্ডলী হয়ে উঠতে পারি। খ্রিস্টভক্ত ও মণ্ডলীর অঙ্গ হিসেবে সকলকে নিজ নিজ জীবনে মঙ্গলবাণী ধারণ ও প্রচার করতে হবে- যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমাদের স্ব-স্ব ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। সিডনীয় যাত্রায় বাংলাদেশ মণ্ডলী যেসমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করেছে তা মোকাবেলার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বোপরি খ্রিস্ট ও মণ্ডলীকে দেয়ার জন্য আমাদের নিজেদের বিশেষ বিশেষ উপহার মণ্ডলীকে প্রদান করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সেমিনারের সমাপনী অংশে ছিল সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে এক প্রাণবন্ত খ্রিস্টযাগ। এই খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিবিসিবির প্রেসিডেন্ট ও ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি উপদেশে বলেন যে, একসঙ্গে পথ চলার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ হলো পরিবার। একতাবদ্ধ জীবনের বহিঃপ্রকাশ হলো দাম্পত্য জীবন, পরিবার গঠন। পবিত্র বাইবেলে যেমনটা প্রকাশ পেয়েছে, ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন মানুষ যেন তা বিচ্ছিন্ন না করে। পবিত্র ত্রিত্ব এবং যিশু ও মণ্ডলীর মধ্যেও রয়েছে সেই একতা। এই একতা আমাদের জন্য ঈশ্বরের এক মহাদৃষ্টান্ত। খ্রিস্টবিশ্বাসী ও মণ্ডলীর সেবাকর্মী হিসেবে আমাদের জীবনে অনেক দান থাকতে পারে কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার প্রকাশ হলো একতা ও মিলনের মধ্যে। সেই একতাবদ্ধ জীবনের জন্য থাকতে হবে আত্মত্যাগ। এই আত্মত্যাগ পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে তোলে। প্রকৃত ভালবাসার স্থান হলো পরিবার যা পরবর্তীতে মণ্ডলীতে, সমাজে ও বিশ্বপরিবারে প্রসারিত হয়।

সেমিনারের সমাপ্তিতে সিবিসিবির সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ফাদার তুষার জেমস্ গমেজ অংশগ্রহণকারী ও আয়োজক সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এশিয় মণ্ডলী হিসেবে আমাদের সহযাত্রিক অন্য দেশসমূহের সঙ্গে অনেক অভিন্ন পটভূমি রয়েছে: আমরা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মণ্ডলী, আমরা ধর্মীয় সহাবস্থানের মণ্ডলী, আমরা প্রকৃতি-প্রিয় ও প্রকৃতির লালিত জনমণ্ডলী, আমরা আলো ও লবণ হয়ে ওঠার আহুত মণ্ডলী, আমরা যিশুর ক্ষুদ্র মেষের দল। এশিয়ার মণ্ডলী হিসেবে আমরা পরস্পরকে ও নিজেদেরকে আরো ভালভাবে আবিষ্কার করে যেন আরো বৃহৎ পরিসরে, অর্থাৎ স্থানীয় মণ্ডলীর গণ্ডির বাইরে এশিয় ও বিশ্ব মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পথ চলতে পারি- সিবিসিবির এই ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আমরা এই সেমিনারের অর্জনগুলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ও প্রসারিত করাই হবে আমাদের অঙ্গীকার॥ ✧

মহা প্রয়াণের ৫ম বর্ষ

প্রয়াত সুবল গমেজ

মৃত্যু : ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নাগরী ধর্মপল্লী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

মন বলে রয়েছ কাছে, আঁখি বলে কতদূরে।

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চির বিদায়ের ৫টি বছর, শুধু তোমার স্মৃতিগুলো অমূল্য হয়ে আছে আমাদের অস্তিত্ব জুড়ে। ভব সাগর পাড়ি দিয়ে কেমন আছ ঐ মাটির ঘরে। তোমার শূন্যতা এবং তোমার অভাব আমাকে কাঁদায়। প্রতিদিন ৩টায় আমি ঐশ করুণার জপমালা প্রার্থনা করি এবং দেয়ালে টাঙানো তোমার ছবি দেখি এবং নীরবে কান্না করি। আমি আজও মনটা শক্ত করতে পারি না, যতদিন জগতে রয়েছি তা পারবোও না।

তোমার আদর্শ কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্যশীলতা, সর্বদা নীতিতে দৃঢ়তা এবং সাধু আন্তনীর প্রতি অগাধ ভক্তি ছিল তোমার। আমাদের বিবাহিত জীবনের কোন বছরই পানজোরার তীর্থ বাদ দেইনি। পশ্চিম বঙ্গের কলকাতার হুগলী নদীর তীরে ব্যাণ্ডেল গির্জা। গির্জার অলিন্দে শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যান্ডেলের রাণী মা-মারীয়া। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে মা-মারীয়ার পদতলে প্রর্থনা করতাম, এখনও তা ভুলে যায়নি। আমাদের শুভাকাঙ্খী যারা তোমাকে চেনে তারা সবাই তোমাকে বলে 'সুবলদার মত ভাল মানুষ হয় না। আমরা বিশ্বাস করি সুবল দা অনন্তধামে দয়াময় প্রভুর সান্নিধ্যে আছে'।

আমার নিত্য দিনে তুমি ছিলে, তুমি আছ এবং তুমি থাকবে। স্বর্গধাম থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর। আমরা যেন তোমার আদর্শ মত চলতে পারি এবং জীবন শেষে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি। দয়াময় প্রভু তোমাকে অনন্ত জীবন দান করুন। সুবল বাবু তুমি ভাল থেকো এই কামনায় -

তোমার ভালোবাসায়

তোমার সহধর্মিনী: আগ্নেশ ডি কস্তা

তোমার আদরের নাতিন

দুই ছেলে, দুই বৌমা

বিজ্ঞ/২৮৩/২৩

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

পোপ মহোদয়ের মঙ্গোলিয়া সফরের টুকিটাকি

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সমাপ্ত হয়েছে পোপ মহোদয়ের মঙ্গোলিয়া সফর (৩১ আগস্ট- সেপ্টেম্বর, ২০২৩)। এশিয়ার কেন্দ্রে অবস্থিত এই দেশে অতি ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে প্রৈরিতিক সফর ঘিরে ছিল দারুণ আলোচনা। তবে ভাতিকান জানিয়েছে পোপ মহোদয়ের এই সফর দেশটির সাথে ও ক্ষুদ্র মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হওয়া। ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পোপ ফ্রান্সিস শুক্রবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং দেশটির জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। ভাতিকান জানিয়েছে, মঙ্গোলিয়ার যাওয়ার পথে পোপের বিমানটি চীনের আকাশসীমা অতিক্রমকালে তিনি এই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। পোপ তাঁর বার্তায় বলেন, ‘জাতির মঙ্গলের জন্য আমার প্রার্থনার বিষয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করছি, আমি আপনাদের সকলকে ঐক্য ও শান্তির ঐশরিক আশীর্বাদের আহ্বান জানাচ্ছি।’ উল্লেখ্য পোপকে বহনকারী বিমান যে দেশের আকাশসীমা অতিক্রম করে তিনি সেইসব দেশকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা দিয়ে থাকেন।

মঙ্গোলিয়ায় দেশটিতে মাত্র ১ হাজার ৪৫০ জন কাথলিক আছেন। এখানকার ক্ষুদ্র মণ্ডলীর সঙ্গে সরকারের বেশ ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আর সরকার এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর সমাজসেবা, স্বাস্থ্যসেবা ও দাতব্য কার্যক্রমের প্রশংসা করে। মঙ্গোলিয়ায় প্রথম কার্যদিবসে, দেশটির সরকার পোপকে বিভিন্ন প্রথাগত আয়োজনের মাধ্যমে সম্মান জানিয়েছে। এর মধ্যে আছে, প্রাচীন মঙ্গোল যোদ্ধাদের পোশাক পরিহিত ঘোড়সওয়ারদের শোভাযাত্রা। বিশপ, যাজক, মিশনারি ও প্যাস্টোরাল কর্মীদের উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে পোপ মহোদয় বলেন, যিশু তাঁর অনুসারীদের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে বলেননি, বরং ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে “আহত মানবতার” দুর্ভোগ কমাতে বলেছেন।

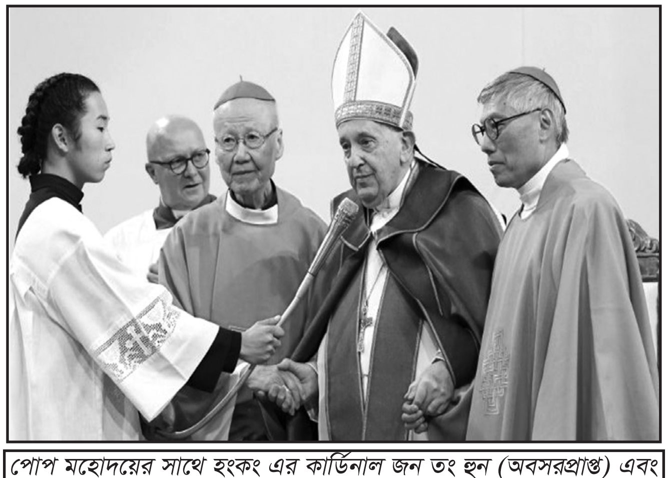

পোপ মহোদয়ের সাথে হংকং এর কার্ডিনাল জন তং হুন (অবসরপ্রাপ্ত) এবং কার্ডিনাল (মনোনীত) বিশপ স্টিফেন চো সাও য়ান

“এ কারণে, সরকার ও অসাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলোর চার্চের ধর্মপ্রচারের বিষয়টি নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চার্চের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য নেই, বরং এটি ঈশ্বরের আশীর্বাদ, ক্ষমা ও সত্যের বার্তা নিয়ে টিকে রয়েছে। চার্চ সবার মঙ্গল কামনায় নিবেদিত।” পোপ মঙ্গোলিয়ার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার সময় ভবনের বাইরে প্রায় ২ ডজন চীনা কাথলিক, চীনের লাল রঙের ৫ তারকা বিশিষ্ট জাতীয় পতাকা দোলাচ্ছিলেন। পোপ ফ্রান্সিস নেতাদের প্রতি “যুদ্ধের কালো মেঘ” দূর করার আহ্বান জানান। পোপ মহোদয় মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলাবাটরে সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের সময় চীনের জনগণদের শুভেচ্ছা জানান এবং চীনা খ্রিস্টানদের উত্তম খ্রিস্টান ও নাগরিক হতে আমন্ত্রণ জানান। তিনি দু’জন চীনা বিশপকে বেদীতে তাঁর পাশে কিছু মুহূর্ত থাকার জন্য ডেকে নেন। একই সাথে হংকং এর কার্ডিনাল (এমিরিতুস) জন তং হুন এবং কার্ডিনাল মনোনীত হংকং এর বিশপ স্টিফেন চো সাও য়ান এর হাত ধরে শুভেচ্ছা জানান এবং চীনের জনগণকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, এগিয়ে যাও, সর্বদা এগিয়ে চলো।

সমাপনী খ্রিস্টযাগে পোপ মহোদয় মঙ্গোলিয়াবাসীদেরকে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য তাঁর হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা জানান এবং বলেন মঙ্গোলিয়াবাসী আমার হৃদয়ের মধ্যে থাকবে। তিনি জানান, এই পালকীয় সফর শুরু করেছিলেন এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, তিনি সকলের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাদেরকে জানবেন। তিনি বলেন, এখন আমি তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই, কেননা, তোমাদের মধ্যদিয়ে, ঈশ্বর এটি বুঝাতে চান যে, ক্ষুদ্রের মধ্যদিয়েই বৃহৎ কিছু অর্জন করতে হয়। তাই ক্ষুদ্র মেষপালকে ভয় না পেয়ে এগিয়ে চলার জন্য উৎসাহ যোগান পোপ মহোদয়। এই উপলব্ধি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে যে, ঈশ্বর ও সমগ্র মণ্ডলী তাদের পাশেই আছেন।

পোপ ফ্রান্সিস, সাধু পিতর ও পল ক্যাথিড্রালেও বক্তব্য রাখেন। ছোট এই গির্জাটি মঙ্গোলিয়ার প্রথাগত ‘গের’-এর আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। গের হলো সেই গোল তাবু; যে ঘরগুলোতে যাযাবররা বসবাস করতেন। এতে কুমারী মারীয়ার একটি মূর্তি রাখা আছে; যেটি ১০ বছর আগে আবর্জনার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়।

মঙ্গোলিয়ার কাথলিকেরা তাদের ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে পোপ মহোদয়কে দেখতে পেয়ে রোমাঞ্চিত হন। একই সাথে পোপ মহোদয় যখন কার্ডিনাল মনোনীত ইতালীয় জর্জি মারেঙ্গোর কথা উল্লেখ করেন তখন সবাই আনন্দ প্রকাশ করেন; কেননা মারেঙ্গো মঙ্গোলিয়ায় ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মিশনারি কাজ করে যাচ্ছেন।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার: ভাতিকান নিউজ, ডয়েচেভেলে

প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত স্টিফেন গমেজ
জন্ম: ২০ জুন, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : হারবাইদ কোদালিয়া
জেলা: গাজীপুর

অম্লান স্মৃতিতে তুমি, দাদু তোমায় মোরা নমি।
কী করে ভুলি তোমায়,
তুমি তো রয়েছ সবার মনি কোঠায়।
আমাদের সবাইকে ভালোবাসতে অকৃপণ ভাবে,
তাইতো মোরা তোমায় স্মরণ করি গভীর ভাবে।
দাদু, ওপারে ভালো থেকো এই মোদের কামনা,
তোমার মাধ্যমে ঈশ্বর যেন পুরণ করেন আমাদের সব যাচনা।

দাদু, দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল তুমি অনন্ত রাজ্যে স্থান করে নিয়েছ। তোমার চলে যাওয়াটা আমরা আজও ভুলতে পারি না। তোমার অম্লান স্মৃতি প্রতিনিয়তই আমাদের সবাইকে কাঁদায়। ঠাকু, বাবা-মা, কাকারাও আমরা যেন অকুল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। তোমার চলে যাওয়ার কথা মনে হলেই প্রতি মুহূর্তে চোখে জল আসে। বিশেষ ভাবে সান্ধ্য প্রার্থনায় খুব বেশি মনে পরে তোমাকে। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করো যেন আমরা সবাই তোমার আদর্শ অনুসরণ করে প্রকৃত মানুষ হতে পারি। আমাদের স্মৃতির পাতায় তুমি আছো এবং থাকবে। তোমার স্মৃতি ও আশীর্বাদই হোক আগামী দিনের পথ চলার পাথেয়।

শোকাহত আমরা– স্ত্রী : কানন পালমা,
ছেলে ও ছেলের বউ: ভিক্টর-নুপুর, ববি, টনি,
নাতী-নাতনী:ভিয়ান, এথেণা ও ইথান এবং অন্যান্য আত্মীয় পরিজন।

বিজ্ঞ/২৭৬/২৩

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন এবং মিউজিয়াম উদ্বোধন

আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর মিউজিয়াম উদ্বোধন করছেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর ছবিতে মাল্যপ্রদান

সজল বালা □ গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে, আর্চবিশপ হাউস, রমনা, ঢাকা, ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। শুরুতেই আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর নামে মিউজিয়াম উদ্বোধন করা হয়। যেখানে তার ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসগুলো সংরক্ষণ করা হবে। মিউজিয়াম উদ্বোধন করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই, এরপর আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর জীবনের ওপর একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। ডকুমেন্টারি শেষে সনি গমেজ নামে খ্রিস্টভক্ত আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করে যে ফল লাভ করেছেন তা সহভাগিতা করেন। তিনি বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন এবং আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করেছেন এবং সম্পূর্ণভাবে সুস্থতা লাভ করেছেন। এরপর ফাদার আদম পেরেরা সিএসসি তার সহভাগিতায় তুলে ধরেন বিশপ টি এ গাঙ্গুলীর সাথে কিছু স্মৃতি এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের ঘটনা কেন্দ্র করে। তার সংগৃহীত ছবিগুলো আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সহভাগিতার শেষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে তাকে সহায়তা করেন বিশপ থিওটোনিয়াস গোমেজ, অন্যান্য যাজকগণ এবং দুইজন ডিকন।

খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ বিজয়, আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর জীবনের বিভিন্ন গুণাবলী তুলে ধরেন এবং আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর দেওয়া পুণ্য শুক্রবারের একটি সহভাগিতা যা বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হয়েছিল, তা শোনানো হয়। আর্চবিশপ বিজয় আরো উল্লেখ করেন আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর সাধু শ্রেণিভুক্তকরণের জন্য পরবর্তী ধাপগুলো চলমান রয়েছে তাই সকলকে আরো বেশি বেশি প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান জানান।

খ্রিস্টযাগের শেষ প্রার্থনার পূর্বে আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর সাধু শ্রেণিভুক্তকরণের জন্য আমাদের করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করেন এবং তার মধ্যস্থতায় আরো বেশি বেশি প্রার্থনা করার অনুরোধ জানান। যাতে তার পরবর্তী ধাপ 'পূজনীয়' সম্পন্ন হয়।

খ্রিস্টযাগের শেষে আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর কবরে আশীর্বাদ প্রার্থনা এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। উল্লেখ্য, আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বিশপ, যাজক, ব্রতধারীধারিণী এবং খ্রিস্টভক্তসহ প্রায় ৪৮০ জন উপস্থিত ছিলেন॥

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের মিলন-মেলা

সালারাম স্টিফেন আরেং □ গত ২০-২২ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ "অংশগ্রহণকারী মণ্ডলীতে সেমিনারীয়ানদের ভূমিকা: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ" এই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশীয় সেমিনারীয়ানদের বাৎসরিক মিলন-মেলা, সাধু পলের মাইনর সেমিনারী, জলছত্র, টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বাৎসরিক মিলন মেলায় অংশগ্রহণ করেন ১১১ জন সেমিনারীয়ান ও ১৫ জন যাজকসহ মোট ১২৬ জন। ২০ জুলাই দুপুর থেকে সেমিনারীয়ানদের আগমন শুরু হয়। এদিন সন্ধ্যায় পবিত্র আরাধনার মধ্যদিয়ে বাৎসরিক মিলন-মেলা আরম্ভ হয়। আরাধনা পরিচালনা করেন ফাদার ভেরিওয়েল চিসিম, সহযোগিতায় ছিল সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইন্টামিডিয়েট সেমিনারীর সেমিনারীয়াগণ। রাতের আহারের পর ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ফাদার বাইওলেন চাম্বুগং বাৎসরিক মিলন-মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। উনাকে সহযোগিতা করেন ফাদার উৎপল ডমিনিক রিছিল, ফাদার তিতু তিতাস এবং বনানী সেমিনারীয়ান ইস্রায়েল গাব্রিয়েল মানখিন। উক্ত অনুষ্ঠানে ধর্মপল্লী অনুযায়ী সকল ফাদার ও সেমিনারীয়ানরা নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন এবং পরিচয় পর্ব শেষে রাতের প্রার্থনার মধ্যদিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। ২১ জুলাই মূল বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার বাইওলেন চাম্বুগং। তিনি তার সহভাগিতায় তুলে ধরেন কিভাবে একজন সেমিনারীয়ান মণ্ডলীতে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণের মধ্যদিয়ে সর্বজনীন মণ্ডলীতে ভূমিকা রাখতে পারে। দ্বিতীয় অধিবেশনে গারো সমাজে "মুকরাকবো সংগঠন" এর কাজ কি? খ্রিস্টীয় সমাজে তারা কিভাবে ভূমিকা রাখছে এবং যাজকদের কাছে তারা কি প্রত্যাশা করেন এই সকল বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মুকরাকবো সংগঠনের পরিচালক রুমা থিগিদি। পরে বেলা ১১:০০ টায় মহাখ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার জয়ন্ত জুলিয়ান রাকসাম। তিনি তার উপদেশ বাণীতে মূলসুরের কেন্দ্রিক অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেন। দুপুরের আহারের পর ধর্মপল্লী ভিত্তিক মুক্ত আলোচনা হয়। আলোচনার পরে বিকেলে খেলার আয়োজন করা হয়। খেলায় ফাদারগণ ও সেমিনারীয়ানগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় সাধ্বী মাদার তেরেজার সিস্টারদের মা-মারীয়ার গ্রোটো থেকে শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে বিশেষ রোজারীমালা প্রার্থনা শুরু করা হয় এবং মাইনর সেমিনারীর চ্যাপেলে প্রবেশ করে রোজারীমালা প্রার্থনার বাকি অংশ সম্পন্ন করা হয়। রাতে অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে মিলন মেলার সমাপ্তি হয়। শেষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করেন সাধু পলের সেমিনারীর পরিচালক ফাদার তিতুস তিতাস মৃ॥

কেওয়াচালা কোয়াজি ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু আগষ্টিনের পর্ব পালন, প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

রিকসন টমাস কস্তা ▯ বিগত ২৫ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার কেওয়াচালা কোয়াজি ধর্মপল্লীর প্রতিপালক হিপ্পোর সাধু আগষ্টিনের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হয়, একই সঙ্গে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তার্পণ সংস্কারও প্রদান করা হয়।

পর্বের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি স্বরূপ নয় দিনের নভেনা করা হয়। নভেনায় তিনটি পাড়া এবং হোস্টেলের ছেলে-মেয়েরা সাহায্য করে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ওএমআই। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের মধ্যে ১৯ জন প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করেন এবং ৩৮ জন ছেলে-মেয়ে হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগে প্রায় ৬০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা তেঁজগাও, দড়িপাড়া এবং আশে পাশে অবস্থানরত খ্রিস্টভক্তগণ এই পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। এই খ্রিস্টযাগে আরও উপস্থিত ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও, খ্রিস্টযাগ শেষে সকলকে আশীর্বাদিত বিস্কুট বিতরণ করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আর্চবিশপ এবং প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়, সেখানে মান্দি গান, নাচ, ত্রিপুরা ছেলেদের নৃত্য, হোস্টেলের মেয়েদের নৃত্য, ছোট ছোট মেয়েদের নৃত্য পরিবেশিত হয়। আর্চবিশপকে গান ও ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারীদের কার্ড এবং উপহার প্রদান করা হয়। পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করেন। ৪০০ জন খ্রিস্টভক্ত দুপুরের আহার গ্রহণ করেন॥

অভ্যন্তরীণ অভিবাসী শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা সুরক্ষাবিষয়ক সেমিনার

ন্যায় ও শান্তি কমিশন ডেস্ক ▯ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ন্যায় ও শান্তি বিষয়ক বিশপীয় কমিশন- সিবিসিবি, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও অবলেট ফাদারদের সহযোগিতায় এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধু পলের ধর্মপল্লীর উদ্যোগে ঢাকা শহরে নয়ানগরে অবস্থিত ডি'মাজেনড হলরুমে "অভ্যন্তরীণ অভিবাসী শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনার" আয়োজন করা হয়। **'ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে অভিবাসন প্রত্যেকের স্বাধীন সিদ্ধান্ত'** এই মূলসুরের আলোকে নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কর্মরত অভিবাসী খ্রিস্টভক্ত নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী এবং তাদের পালকীয় সেবাদানরত সিস্টার, ফাদার, ব্রাদার ও সেমিনারিয়ানসহ সর্বমোট ৩৭০জন অংশগ্রহণকারী সেমিনারে যোগদান করেন। সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল- জীবন-জীবিকার তাগিদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা খ্রিস্টভক্তগণের সমস্যার কথা জানা এবং সেই অনুযায়ী তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা। সেমিনারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনা এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার এলিয়াস হেমব্রম সিএসসি এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় দপ্তরের কর্মকর্তা সাগর মারান্ডী।

সেমিনারের মূলবিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার রকি কস্তা ওএমআই, 'শিশু ও নারী নিরাপত্তা' বিষয়ে মৃদুল তজু এবং 'সিনোডাল মণ্ডলী' বিষয়ে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তাছাড়াও ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি, ফাদার সুবাস কস্তা ওএমআই এবং সিস্টার নোয়েল ফ্রান্সিস এমসি নিজেদের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। অংশগ্রহণকারী কয়েকজন উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কতিপয় উপলব্ধি ও পরামর্শ অভিবাসী শ্রমিক ও পালকীয় সেবাদানকারীদের জন্য ভবিষ্যৎ নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন- বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা যা মাদার তেরেজা সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ আরম্ভ করেছেন; পালকীয় কাজ গতিশীল করতে এলাকা বা ব্লকভিত্তিক এনিমেটর প্রস্তুত করা; আধ্যাত্মিক পালকীয় কাজ গতিশীল ও নিয়মিত করা, শ্রমিকদের ছুটি মোতাবেক পালকীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা; খ্রিস্টযাগ, শিশুদের ধর্মশিক্ষা ও পালকীয় কর্মসূচির জন্য নির্দিষ্ট স্থান বা গির্জা তৈরির ব্যবস্থা করা, শিশু ও রোগীদের সেবাযত্নের ব্যবস্থা করা, বেকার শ্রমিকদের সাময়িকভাবে সহযোগিতা করা, নতুন আগত নারী শ্রমিকদের সাময়িক আবাসন ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিকদের জাতীয় সর্বজনীন পেনশন বিষয়ক, আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক ও পেশাভিত্তিক দক্ষতা বিষয়ক এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। বিকালের কার্যক্রম শেষে সাধু পলের ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার এলিয়াস হেমব্রম সিএসসি ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

বড়দিন উপলক্ষে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান

- ❖ আপনি কি লেখালেখি করেন?
- ❖ আপনি কি নাটক লেখেন?
- ❖ আপনি কি আসন্ন বড়দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- ❖ তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন। স্ক্রিপ্টে থাকবে যিশুর জন্ম-কাহিনীকে কেন্দ্র করে বিশ্বাস-প্রত্যাশা, মিলন-আনন্দসহ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন নাটক/অনুষ্ঠান।
- ❖ আরও থাকবে : নাচ, গান, বাণী।

স্ক্রিপ্ট আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অথবা তার পূর্বে, নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপটি নিয়ে কাজ করা হবে। স্ক্রিপ্ট সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

HAGGAI INSTITUTE BANGLADESH

National Seminar 2023 by HIAAB (24-28th October, 2023)

Haggai International Alumni Association Bangladesh (HIAAB) will conduct a 05-Day long National Seminar (NS 2023) from 24-28th October, 2023 at the CBCB Center, Asadgate, Mohammadpur, Dhaka. The seminar sessions would be held on every day, from 8:00 AM to 6:00 PM.

This training seminar is a miniature version of Haggai Leadership Experience (HLE) Training. Haggai International training covers about 14-15 subjects while the National Seminar covers 7-8 subjects. Certificate of participation will be awarded on the closing day.

- Both male/female, not less than 25 years of age;
- Education: Minimum a bachelor degree;
- Church affiliation is a must;
- Must attend full 5-day program and on time;
- Desire to work for His Kingdom.
- Seats will be allotted on a first-come-first-serve basis if criteria are fulfilled & seats are limited.
- National and International faculties are facilitators of the program.
- The training sessions start at 8:00 AM and close at 6:00 PM.
- Registration fee is Tk 4,600 (including 100 Taka Bkash charge) per person. Any Christian organization/NGO can send group participants. Registration closes by October 15, 2023.
- Residence facility is available on request for the participants outside of Dhaka. The approximate expense for accommodation (single bed, non AC room with breakfast and dinner included) per person would be around Tk 4,500-5,000 for five days.
- For NS-2023 registration and to obtain the NS-2023 Application Form please contact:

  1) Aporna Sarkar-Mobile: +8801748094105, Email: apornasarkar@yahoo.com
  2) Prova Lucy Rozario- Mobile: +8801715178332, Email: provarozario1216@gmail.com
  3) Dr. Edward Pallab Rozario- Mobile: +8801730082241, Email: drpalroz@gmail.com
  4) Isaac Rana Bonik- Mobile: +8801731578137, Email: isaacbonik@gmail.com
  5) Angela Biswas- Mobile: +880712151213, Email: angela.s.biswas@gmail.com
  6) Marshia Mili Gomes- Mobile: +8801715100147, Email: milihiaab@gmail.com

  Payment Information: Please pay your participation fee by BKash (+8801731578137).

Marshia Mili Gomes
President
HIAAB
Mobile: +8801715100147
Email: milihiaab@gmail.com

Isaac Rana Bonik
General Secretary
HIAAB
Mobile: +8801731578137
Email: isaacbonik@gmail.com

বিজ্ঞ/০০০/২৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) **পদের নাম : ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা :** ০৬ টি **বয়স :** ২২-৩৫ বছর (৩০/০৯/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন :** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা।	• এইচএসসি পাশ। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২) **পদের নাম : কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি)** **পদ সংখ্যা :** ০২ টি **বয়স :** ২২-৩৫ বছর (৩০/০৯/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) **বেতন :** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-(বারো হাজার) টাকা।	• ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

সুবিধাদি ঃ চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেল্‌থ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি বোনাস প্রদান করা হবে।

কর্মস্থল ঃ মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।

আবেদনের শর্তাবলী :

১) আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর আবেদনের জন্য আবেদন পত্রে যে সকল বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে ঃ ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম /স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) চাকুরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ও পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপকের নাম, পদবী, ই-মেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বর আবেদনে উল্লেখ করতে হবে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা নেই এমন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে (পরিবারের সদস্য কিংবা আত্মীয় নন) দুই জন রেফারেন্স এর নাম, ঠিকানা, ই-মেইল এড্রেস, মোবাইল ফোন নম্বর ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে (এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/নিজ স্কুল/ কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি)।

২) আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), চারিত্রিক সনদ পত্র ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩) কারিতাসে চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদন করার দরকার নাই।

৪) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

৫) নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ০৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনক সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে ।

৬) ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৭) ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৮) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের বর্তমান ঠিকানায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে।

৯) ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১০) আবেদনপত্র আগামী ২১/০৯/২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌছাঁতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১১) ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৩) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যে কোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

আবেদনের ঠিকানা

আঞ্চলিক পরিচালক

কারিতাস ঢাকা অঞ্চল,১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"Caritas Bangladesh is an Equal opportunity employer"

বিজ্ঞ/২৮২/২৩

বড়দিন সংখ্যা ২০২৩ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২৩" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন সজ্জায় প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৩ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতি কথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গন) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।

৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তাছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।

৫. লেখা মানসম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক- লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্র বিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা।

ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

নভেম্বর মাস মৃতলোকদের মাস। মৃত্যু বিষয়ক আপনাদের লেখনী অতিশীঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

BOOK POST

“যীশু তাঁদের বললেন: তোমরা এখন কোন নির্জন স্থানে গিয়ে নিরিবিলিতে আমার সঙ্গেকিছুদিন থাকো, বিশ্রাম নাও।”- মার্ক ৬:৩১

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের (বিডিপিএফ) বার্ষিক নির্জন ধ্যান- ২০২৩ খ্রীষ্টবর্ষ

মূলসুর: ধর্মপ্রদেশীয় যাজক: পালকীয় প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা

স্থান: আর্চবিশপস্ হাউজ, রমনা, ঢাকা

নির্জনধ্যান পরিচালক: শ্রদ্ধেয় ফা: ড. তপন কামিলুস দ্যা রোজারিও

দল	তারিখ	স্থান
১ম দল	সেপ্টেম্বর ১৮-২৩, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ আগমন: ১৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার সন্ধ্যায় প্রস্থান: ২৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার সকাল	আর্চবিশপস্ হাউজ, রমনা, ঢাকা
২য় দল	সেপ্টেম্বর ২৫-৩০, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ আগমন: ২৫ সেপ্টেম্বর, সোমবার সন্ধ্যায় প্রস্থান: ৩০ সেপ্টেম্বর, শনিবার সকাল	আর্চবিশপস্ হাউজ, রমনা, ঢাকা

নির্জন ধ্যানের এই বিশেষ সময়ে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে বাংলাদেশের ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করার জন্য।

ধন্যবাদান্তে,

ফা: মিন্টু এল, পালমা
প্রেসিডেন্ট, বিডিপিএফ

ফা: উইলিয়াম মুর্মু
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিডিপিএফ

ফা: রুবেন এস, গমেজ
সেক্রেটারী, বিডিপিএফ

বিজ্ঞ/২৭৪/২৩

ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর প্রতিপালিকার পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সেমিনারী, ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরা'র প্রতিপালিকা 'ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা'র পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে। পর্বের খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল শ্রদ্ধেয় ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। এই পর্বদিনে উপস্থিত থেকে সেমিনারীয়ানদের উৎসাহিত করতে এবং ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই।

পর্বে পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছা দান ১,০০০ টাকা মাত্র।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০ টাকা মাত্র।

এছাড়াও সেমিনারীর উন্নয়নের জন্য যেকোন অনুদান সাদরে গ্রহণ করা হবে।

পর্বের নভেনার খ্রিস্টযাগ: (২০-২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ)
বিকাল ৪:৩০ মিনিটে

পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ: (২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, রোজ, শুক্রবার)
সকাল ৯:৩০ মিনিটে

বি:দ্র: পর্বের দিন বিকাল ৪ টায় “যিশুর জন্মের পালা” মঞ্চস্থ হবে। সবাইকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।

যোগাযোগের জন্য
ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা - ০১৭৪৭৪০৯৬১৮
ফাদার শিশির কোড়াইয়া - ০১৭৮৪২০৮৫৬১
ফাদার জেভিয়ার পিউরীফিকেশন - ০১৭১৫০৩১০০২

শুভেচ্ছান্তে,
ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা ও সেমিনারীয়ানবৃন্দ

বিজ্ঞ/২৭৫/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org